দারসে কুরআন সিরিজ-৪২

ইমাম ও আলেমদের উদ্দেশ্যে

ইল্‌ম গোপনের পরিণতি

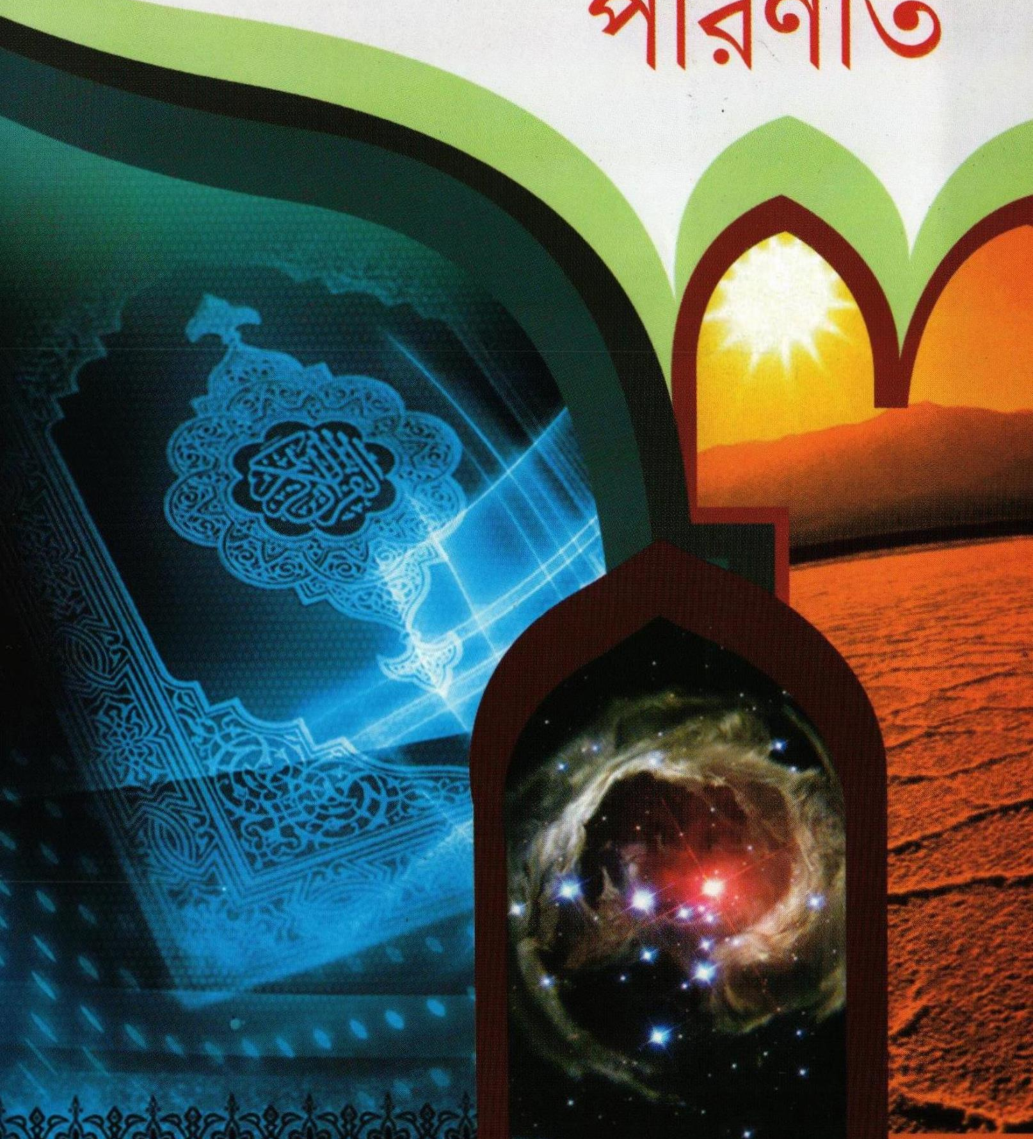

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

দারসে কুরআন সিরিজ-৪২

ইমাম ও আলেমদের উদ্দেশ্যে

ইলম্ গোপনের পরিণতি

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট,
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭১১-৯৬৬২২৯

www.pathagar.com

ইমাম ও আলেমদের উদ্দেশ্যে

ইলম্ গোপনের পরিণতি

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

প্রকাশক ঃ খন্দকার মঞ্জুরুল কাদির
খন্দকার প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট,
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রকাশকাল ঃ
প্রথম প্রকাশ ঃ ২০০৪ ইং
২৫ তম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি, ২০১৩ ইং

প্রচ্ছদ ঃ আনোয়ার হোসেন খান

মুদ্রণ ঃ আল-আকাবা প্রিন্টার্স
৩৬, শিশির দাস লেন, ঢাকা

মূল্য ঃ ৪০ টাকা মাত্র

www.pathagar.com

ভূমিকা

আলেমসমাজের কাছে যে ইল্‌ম রয়েছে তা গোপন করার বা প্রকাশ না করার কারণে আজ সমাজে আগুন জ্বলছে, আর সে আগুনে আমরা সবাই জ্বলে-পুড়ে মরছি তা প্রকাশ করাই আমার উদ্দেশ্য। আল্লাহ্‌পাক আল-কুরআনে বলেছেন—'যারা ইল্‌ম গোপন করে তারা আগুন ছাড়া কিছুই ভক্ষণ করে না।'

সুতরাং যে আগুনকে আমরা এক সেকেন্ডের জন্যও সহ্য করতে পারি না, তা খেয়ে কি করে বাঁচতে পারবো! এ চিন্তা করেই এ বইটা লেখার কাজে হাত দিয়েছি। আল-কুরআনের ২০টি আয়াতে ২১বার ইলম্‌ গোপনকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। অনেকেই হয়ত সেই ২১ জায়গার কথাগুলি একসঙ্গে করে তার পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করেন না। এ কারণে যারা কিছু না কিছু ইলমের অধিকারী তাদের উক্ত আয়াতগুলি একত্রিত করে ব্যাখ্যা সহকারে জানানো এবং সেই মুতাবিক যেন তাঁরা কাজ করতে আগ্রহী হন সেই উদ্দেশ্যে আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। আর তা যদি তাঁরা না করেন, তবে সমাজে যে আগুন ঢুকেছে এর থেকে কেউই বাঁচতে পারবেন না। তাই চিন্তা করতে বলবো তাঁদেরকে, যাঁদের নিকট সামান্যতমও কুরআন-হাদীসের ইলম্‌ রয়েছে।

আশা করি পরকালে বিশ্বাসীগণ এর উপর চিন্তা-ভাবনা করবেন।

ইতি-

লেখক

www.pathagar.com

দারসে কুরআন তাদের জন্য

- ✪ যারা কুরআনী জ্ঞান লাভ করতে চান।
- ✪ যারা তাফসীর পড়ার সময় পান না।
- ✪ যারা বড় বড় তাফসীর পড়তে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন।
- ✪ যারা আরবী না জানলেও কুরআন বুঝতে আগ্রহী।
- ✪ যারা তাফসীর মাহফিলে হাজির হওয়ার সুযোগ পান না।
- ✪ যারা ইমাম, খতীব ও মুবাল্লিগ এবং যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপনে আগ্রহী।

এ সিরিজের বৈশিষ্ট্য ঃ

- ✪ ছোট ছোট আকারে সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা।
- ✪ সরল অনুবাদ ও শব্দে শব্দে ব্যাখ্যা।
- ✪ সহজবোধ্য ভাষায় আকর্ষণীয় যুক্তি।

এ প্রয়াসের লক্ষ্য ঃ

- ✪ দেশব্যাপী কুরআনী জ্ঞানের বিস্তার ঘটানো।
- ✪ লক্ষ কোটি শার্দুলদের আরেকবার জাগিয়ে তোলা।

www.pathagar.com

আলোচ্য আয়াত

১. সূরা বাকারার ১৭৪ ও ১৭৫ নং আয়াতে আল্লাহ এরশাদ করেন ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ
ثَمَنًا قَلِيْلًا - أُولٰٓئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا
يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ - وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ
أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ - فَمَا
أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ-

অনুবাদ ঃ প্রকৃতপক্ষে যারা আল্লাহর দেয়া আদেশ-নিষেধ জানা সত্ত্বেও গোপন করে এবং সামান্য বৈষয়িক স্বার্থের জন্য পরকালের স্বার্থকে বিসর্জন দেয় তারা মূলতঃ নিজেদের পেট আগুন দিয়েই ভর্তি করে বা তারা শুধু আগুনই খায়। কিয়ামতের দিন আল্লাহ কখনোই তাদের সাথে (রহমতের) কথা বলবেন না। তাদেরকে নির্দোষ বা পবিত্র বলেও ঘোষণা করবেন না। তাদের জন্য কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে। এরাই হেদায়েতের পরিবর্তে গোমরাহী কিনে নিয়েছে এবং মাফ পাওয়ার পবিবর্তে শাস্তির ঝুঁকি গ্রহণ করেছে। এদের কি সাহস বা এদের সাহস কি বিস্ময়কর যে, এরা জাহান্নামের আযাব ভোগ করাকে মেনে নিচ্ছে বা দোযখের আগুনকে বরণ করে নিচ্ছে (আল্লাহর ভাষায় তারা আগুনের উপর ধৈর্য ধারণ করেছে)।

হায় আফসোস এইসব আলেমদের জন্য যারা জেনে-বুঝে ইলম্ গোপন করে অনন্তকালের আগুনকে বরণ করে নিচ্ছে।

শব্দার্থ ঃ إِنَّ الَّذِيْنَ - নিশ্চয় যারা, يَكْتُمُوْنَ - গোপন করে, مَا - যা أَنْزَلَ اللّٰهُ - আল্লাহ নাযিল করেছেন مِنَ الْكِتٰبِ - (আল্লাহর) কিতাবে, وَيَشْتَرُوْنَ - এবং বিক্রয় করে বা বিসর্জন দেয়, بِهٖ - তার বিনিময়ে, ثَمَنًا قَلِيْلًا - অল্প মূল্য (গ্রহণ করে), أُولٰٓئِكَ - এরাই হচ্ছে তারা যারা, مَا يَأْكُلُوْنَ - খায় না, فِيْ بُطُوْنِهِمْ - তাদের পেটে, إِلَّا النَّارَ

www.pathagar.com

-- আগুন ছাড়া অন্য কিছু, وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ – আর আল্লাহ তাদের সাথে (রহমতের) কথা বলবেন না, يَوْمَ الْقِيٰمَةِ – কিয়ামতের দিনে, وَلَا يُزَكِّيْهِمْ – এবং তাদেরকে আল্লাহ নির্দোষ বা পবিত্র করবেন না, وَلَهُمْ – এবং তাদর জন্য রয়েছে, عَذَابٌ اَلِيْمٌ – ভীষণ শাস্তি, اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ – এরাই তারা যারা, اشْتَرَوُا – খরিদ করে, الضَّلٰلَةَ – গোমরাহীকে, بِالْهُدٰى – হেদায়েতের বিনিময়ে, وَالْعَذَابَ – এবং (খরিদ করে) শাস্তিকে, بِالْمَغْفِرَةِ – মাফ পাওয়ার পরিবর্তে, فَمَا اَصْبَرَهُمْ – কী বিস্ময়কর ধৈর্য ধরেছে তারা, عَلَى النَّارِ – আগুনের শাস্তির উপর, অর্থাৎ জেনে-বুঝে জানা ইলম্ পার্থিব স্বার্থের বিনিময়ে পরকালে অনন্তকালের আযাবকে তারা মেনে নিয়েছে। আগুনের উপর কী বিস্ময়কর ধৈর্য তাদের। যা অকল্পনীয়।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে ইয়াহুদী আলেমদের কথা বলা হয়েছে। তাদের চরিত্র এমন ছিল যে, তারা তাওরাত কিতাব থেকে যে জ্ঞান লাভ করেছিল তা দুনিয়াবী সামান্য স্বার্থের কারণে গোপন করতো এবং ফতোয়া দেয়ার ব্যাপারে মানুষের খুশি মুতাবিক অর্থাৎ যে যে ধরনের ফতোয়া পেলে খুশি হতো তাকে (কিছু অর্থ নিয়ে) সেই ফতোয়া দিয়ে খুশি করতো। তারা তাওরাত কিতাবের মূল আয়াত পর্যন্ত পরিবর্তন করে দিতো। তারা তাদের জানা কথা দুনিয়ার সামান্য স্বার্থের জন্য বিকৃত করে দিতো। এদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে, তারা দুনিয়ার সামান্য স্বার্থের জন্য আল্লাহর কালামকে পরিবর্তন করে বা তার মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে অর্থ উপার্জন করে–যা দিয়ে পেটে শুধু আগুনই ভর্তি করা হয়।

এ জামানাতেও আমরা দেখতে পাই এমন মুফতির অভাব নেই–যিনি যে ফতোয়া চান তার সম্পর্কে জেনে নেন যে, তাকে কোন্ ধরনের ফতোয়া দিলে সে খুশি হবে। ব্যাস, জেনে নিয়ে সেই ধরনের ফতোয়া দিয়ে কিছু অর্থ উপার্জন করে নেন। এটা অত্যন্ত গর্হিত কাজ তা তাঁরা বুঝেও বোঝেন না। এ ধরনের যেসব ফতোয়া আমাদের দেশে চালু আছে যার দুই/একটা নমুনা এখানে পেশ করা দরকার বলে মনে করছি। যথা ঃ

১. দেশে একটা ফতোয়া সমভাবে চালু হয়ে গেছে যে, তালাকী স্ত্রীকে তাহ্লীল করে পুনরায় গ্রহণের জন্য কারো সঙ্গে শর্ত করে নিকাহ দিয়ে নেয় যে, নিকাহের পর এক রাত তার সঙ্গে একত্রে বাস করে পরের দিন

www.pathagar.com

তালাক দিয়ে দিতে হবে। তারপর পুনরায় ৩ তহুর পরে তাকে পূর্বের স্বামী নিকাহ্ করতে পারবে।

কিন্তু একদিন বা দুই দিন বা কোনো নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত শর্ত করে যে বিয়ে হয় না, তা জেনে-বুঝেও এমন তাহ্লীল করে পূর্বের স্ত্রীকে নিকাহ করে নেয়ার নমুনা হাজারে হাজারে রয়েছে। কিন্তু সামান্য ২/১শত টাকা পেয়ে জানা কথাও অনেকে বলেন না যে, শর্ত করা বিয়ে শরীয়তে জায়েয নেই। এভাবে শর্ত করে বিয়ে দিয়ে যে জেনা করানো হচ্ছে তার দায়-দায়িত্ব কে বহন করবে?

বহন করতে হবে তাদেরকেই যারা শর্ত করা বিয়েকে জায়েয করছেন এবং জেনে-শুনে এই শর্তের বিয়ে পড়াচ্ছেন সেইসব আলেমসমাজকেই।

২. টেলিভিশনে দেখি অনেক চেনা মুখ। তারা সামান্য অর্থের লোভে রেডিও বা টেলিভিশনের মাধ্যমে গোটা দেশবাসীর নিকট কুরআন-হাদীস থেকে মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণকে বৈধ বলে ফতোয়া দিচ্ছেন।

৩. রেডিও-টেলিভিশনে কুরআনের শানে নযুল ও ব্যাখ্যা ছাড়াই এমন কিছু অনুবাদ পড়ে শোনান যাতে সরকারের গদিতে কোনো আঘাত না লাগে ; আল-কুরআনের এমন তরজমাই তাদের কাছে যথেষ্ট।

এই ধরনের তাফসীরকারকদের আমি নিজে জিজ্ঞেস করে দেখেছি যে, আপনারা টেলিভিশনের সামনে দাঁড়িয়ে কি হক কথাটা বলতে পারেন না,

তারা জবাবে বলেছেন, সরকার পক্ষকে পূর্বে স্ক্রিপ্ট দেখাতে হয়। তারপর তারা যেটুকু বলা সমর্থন করে সেইটুকুই মাত্র বলা যায়।

এঁরা যদি বলতেন যে, কুরআন থেকে ব্যাখ্যা করবো আমার ইলম্ মুতাবিক আর তা যদি বলতে না দেয়া হয় তবে তোমাদের রেডিও-টেলিভিশনে তোমরা যা খুশি বলে যাও, আমি তোমাদের কথামতো কুরআন মজীদের মনগড়া ব্যাখ্যা দিতে পারবো না–এইভাবে যদি প্রত্যেক মাওলানা সাহেব বলতেন তাহলে মনগড়া তাফসীর করার জন্য সরকার একজন আলেমও খুঁজে পেতো না। কিন্তু টাকা দিলে যে সবই মেলে। আর কিছু মৌলভী সাহেব আছেন যাদের দাম খুবই সস্তা। টাকা দিয়ে তাদের মাধ্যমে যা খুশি তা বলানো যায়।

৪. এই ধরনের কিছু আলেমেরই ফতোয়া যে, বিধবা যুবতী মহিলাও রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারপ্রধান হতে পারে।

www.pathagar.com

কিন্তু তাদের কি জানা নেই যারা কেন্দ্রীয় মসজিদের (বা যেকোনো মসজিদের) ইমাম হওয়ার যোগ্যতা রাখেন না তাদের জন্য সরকারপ্রধান হওয়াও জায়েয নেই।

তারা কি জানেন না যে, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা)-এর চেয়েও কম যোগ্যতাসম্পন্ন পুরুষ খলিফা হয়েছেন, কিন্তু আয়েশা সিদ্দিকা ইসলামের ফতোয়া মুতাবিক খলিফা হতে পারেননি। কিন্তু আজ যারা হযরত আয়েশা সিদ্দিকার হাজার ভাগের এক ভাগ যোগ্যতাও রাখেন না সেইসাথে মহিলাও, তবু তারা আলেমদের ফতোয়া মুতাবিক ১৪ কোটি লোকের উপর কর্তৃত্ব করছেন।

শুধু ইয়াহুদীদের মধ্যেই যে এমন আলেম ছিল তা নয়, রাসূল (সা)-এর উম্মতের মধ্যেও থাকতে পারেন। এই জন্যই তো কুরআনে এই ধরনের আলেমদের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তো বিনা কারণে কিছু বলেন না। এই ধরনের ইলম্ গোপনকারী ইলম্ জানা লোক যে শুধুমাত্র ইয়াহুদীদের মধ্যে থাকবে না, থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত এ কথা আল্লাহ ভালোই জানেন। তাই ইলম্ গোপনকারীদের কথা এখানে বলেছেন।

যেহেতু আলেমদের কথাই সাধারণ মুসলমানেরা শোনে তাই ইলম্ জানা লোক ইলম্ গোপন করলে শুধু আলেমগণই ক্ষতিগ্রস্ত হন না, ক্ষতিগ্রস্ত হয় গোটা জাতি। তাই আল্লাহ সাবধান করে দিলেন, এই কাজটা করে কেউ পেটে আগুন ভর্তি কোরো না।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ একথাও বলছেন, যারাই এ ধরনের ইলম্ গোপন করে তাদের সঙ্গে কিয়ামতের দিন আল্লাহ রহমতের কথা বলবেন না। কারণ তারা এমন হতভাগা কপালপোড়া যে, এই স্বভাবের জন্য আল্লাহ তাদের এ দুনিয়ার জিন্দেগীতেও পবিত্র করবেন না। কারণ তারা তো হেদায়াত বিক্রি করে তার বিনিময়ে গোমরাহী খরিদ করেছে এবং আল্লাহর ক্ষমা পাওয়ার পরিবর্তে আযাবকে বরণ করে নিয়েছে।

এদের দুনিয়ার ব্যবসাটা হলো এমন, যেন বাজারে একটা বাক্স ভর্তি সোনা নিয়ে গেল বিক্রি করতে আর তা বিক্রি করে এক বাক্স ছাই কিনে নিয়ে এলো। এই ব্যবসাই তারা করে যাচ্ছে। কাজেই তাদের মতো কপালপোড়া আর কে হতে পারে?

আলেমগণ ইলম্ গোপন করার কারণে আজ সমাজে একটা আম বা সাধারণ নিয়ম চালু হয়ে গেছে যে, কোথাও কোনো ওয়াজ মাহফিলে

www.pathagar.com

সৎ পথ দেখানোর জন্য নিজ কিতাবে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি, নিশ্চিত জেনে রেখো আল্লাহও তাদের উপর লা'নত করছেন আর সমস্ত লা'নতকারীও (যারা ইলম্ গোপন করার জন্যে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে) তাদের উপর লা'নত করছে (বা অভিশাপের বাণ নিক্ষেপ করছে)।

শব্দার্থ ঃ إِنَّ – নিশ্চয়ই, الَّذِيْنَ - যারা, يَكْتُمُوْنَ – গোপন করতেছে مَا – যা, اَنْزَلْنَا – ইলম্ আমি নাযিল করেছি, مِنَ الْبَيِّنٰتِ – উজ্জ্বল আদর্শ বা সঠিক জীবন ব্যবস্থা, وَالْهُدٰى – এবং সৎ পথের নির্দেশনামা, مِنْ بَعْدِ – (জানার) পরে, مَا – যা بَيَّنّٰهُ – আমি সঠিকভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি, لِلنَّاسِ গোটা মানব জাতির জন্য, فِى الْكِتٰبِ – (আল্লাহর) কিতাবের মধ্যে, اُولٰٓئِكَ – ঐ সমস্ত লোকের উপর, يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ-তাদের উপর আল্লাহও লা'নত বা অভিশাপ করছেন, وَيَلْعَنُهُمُ – এবং তাদের লা'নত করছে বা অভিশাপের বাণ নিক্ষেপ করছে, اللّٰعِنُوْنَ – সমস্ত লা'নতকারীও।

অর্থাৎ ইলম্ গোপন করার কারণে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা সে মানুষই হোক বা জীব-জানোয়ার কিংবা গাছপালাই হোক–তারা সবাই ইলম্ গোপনকারীদের উপর লা'নতের বাণ নিক্ষেপ করছে।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে আল্লাহ বলছেন, আমি যা অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলে দিয়েছি আমার কিতাবে। যা উজ্জ্বল আদর্শ তা যারা গোপন করে, তা গোপন করার ফলে মানুষ খাঁটি মুসলমান হতে পারছে না এবং অমুসলিমরাও ইসলাম গ্রহণ করার প্রয়োজন মনে করছে না–তাদের প্রতি আল্লাহর লা'নত তো আছেই, তাছাড়াও রয়েছে লা'নতকারীদের লা'নত। অর্থাৎ ইলম্ গোপন করার কারণে মানুষ কম ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, হয় ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত এবং শুধু মানুষই নয় বরং অন্যান্য জীব-জানোয়ার, পশু-পাখি, গাছ-পালা সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১. এ দেশে লাখ লাখ আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ, ইমাম-মুয়াজ্জিন এবং ছোট-বড় অনেক ওয়ায়েজীন থাকা সত্ত্বেও প্রায় ১৪ কোটি লোক যার শতকরা প্রায় ৯০ জনই মুসলমান, তাদের প্রধান ইমাম ও সানি ইমাম দু'জনই মহিলা। আলেমসমাজ যদি সবাই একই কথা বলতেন, তবে এমনটি হতো না। সামান্য দুনিয়াবী স্বার্থে এক একজন এক এক স্থানে বলেন এক এক ধরনের কথা। ফলে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়।

www.pathagar.com

গেলে, ওয়াজ মাহফিল আয়োজনকারী কর্তৃপক্ষ বক্তাদের কানে কানে বলে দেন, এখানে সব দলের মানুষই আছে, সুতরাং এমন ওয়াজ করবেন যেন কারো গায়ে কোনো আঁচড় না লাগে। অর্থাৎ আওয়ামী লীগ, মুসলিম লীগ, ন্যাপ, তাবলীগ ইত্যাদি প্রত্যেক দলের সম্মিলিত চেষ্টায় এ মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে, সেহেতু এমন ওয়াজ করবেন যাতে সবাই খুশি হয়। এর অনিবার্য ফল স্বরূপ দেখা যায়, কোনো সিনেমা হলের মালিক যদি দাওয়াত দেয়, তবে সেখানে একজন ওয়ায়েজীন ৩ ঘণ্টা একটানা ওয়াজ করবেন তার মধ্যে মনের ভুলেও একবার সিনেমার কুফল সম্পর্কে বলবেন না।

ঠিক তদ্রূপ কোনো সুদখোর যদি দাওয়াত দেয়, তবে সেখানে আশপাশ দিয়ে বহু কথা বলবেন, কিন্তু সুদের ওয়াজ করবেন না। তাঁরা দেখেন দাওয়াত যেন বন্ধ না হয় এমন ওয়াজই করতে হবে।

এর ফলে দেখা যায়, বাংলাদেশে এমন কোনো দিন যায় না যেদিন কোনো না কোনো জায়গায় ওয়াজ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় না। শুধু তাই নয়, প্রতিদিন বাংলাদেশে যে কত ওয়াজ মাহফিল হচ্ছে তার কোনো সংখ্যা লেখাজোখা নেই।

একদিন চট্টগ্রাম থেকে বাসে করে চুনতি (লোহাগাড়া থানার অধীন চুনতি শাহ সাহেবের বাড়ি) যাচ্ছিলাম একটানা ১৯ দিনের মাহফিলে। একবারের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে, প্রায় ৪/৫ মাইল অন্তর দেখি যে, রাস্তার পাশে ওয়াজ হচ্ছে। সেটা রবিউল আউয়াল মাস ছিল, তবে তারিখটা আমার মনে নেই। কিন্তু এত ওয়াজ মাহফিল হওয়া সত্ত্বেও মানুষ হেদায়াত হচ্ছে না কেন?

এর একমাত্র কারণ রোগীর পছন্দমতো ওষুধ হয়, ডাক্তারের পছন্দমতো নয়। এ কারণেই সমাজ এখন রোগী হয়ে জাহান্নামের পথ ধরেছে।

২. সূরা বাকারার ১৫৯ নং আয়াত ঃ

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ .

অনুবাদ ঃ অবশ্য যারা আমার নাযিল করা উজ্জ্বল আদর্শ ও জীবন ব্যবস্থা জেনেও গোপন করে রাখবে অথচ আমি তা সমগ্র মানব জাতিকে

www.pathagar.com

তারা বলে, অমুক বড় মসজিদের ইমাম সাহেব বললেন এক ধরনের কথা আর অমুক আলেম বললেন আরেক ধরনের কথা, এখন আমরা মানবো কার কথা?

যেমন একদিন নির্বাচনের পূর্বে বগুড়ার এক মাহফিলে আলোচনায় আমি বলেছিলাম ভোট পেতে পারে কে? যা শুধু মুখেই বলিনি, বলেছি বই লিখে তার মাধ্যমে। এমনকি নির্বাচনের পূর্বে নির্বাচনের উপর ৪খানা বই লিখে তার প্রায় ৫০ হাজার কপি আমি দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়েছি।

কিন্তু বগুড়ার এক মাহফিলে যখন আল-কুরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে বলছিলাম যে, ভোট পাওয়ার জন্য কি কি যোগ্যতা থাকতে হবে, তখন একজন শ্রোতা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন–'হুজুর, বগুড়ার বড় মসজিদের ইমাম বলেছেন ওমুক ইসলামী দলকে ভোট দেয়া যাবে না অথচ আপনি বলছেন সেই দলকে ভোট দিতে। এখন আমরা শুনবো কার কথা?'

এভাবে বড় বড় মসজিদের বড় বড় ইমাম সাহেবদের উল্টা ফতোয়া দেয়ার কারণেই অনেক ভোটার বিভ্রান্ত হয়ে অনেকেই বলেছেন, ইসলামী দলকে মাওলানারাই পাস করতে দিবে না।

শেষ পর্যন্ত দেখলাম বগুড়ার কাহালুতে যেখানে ৭০-এর নির্বাচনেও একজন মাওলানা (আবদুর রহমান ফকীর) পাস করেছিলেন। আর এবারও (১৯৯১ সালের নির্বাচনে) মাওলানা আবদুর রহমান ফকীরের বিপুল ভোটে পাস করার কথা ছিল, কিন্তু এবার করলেন সেখান থেকে ফেল। এর পিছনেও রয়েছে কিছু ইমাম সাহেবের ফতোয়ার প্রভাব।

এভাবেই পুরুষ ইমামের পরিবর্তে আমরা আল্লাহর ইচ্ছায় পেয়েছি মহিলা ইমাম। এখন এই ধরনের কিছু ইমাম সাহেবের ফতোয়ার কারণে আজ সেইসব ইমাম মহিলার পিছনে মুক্তাদী হতে হচ্ছে। এখন নামায আদায় করুন তাদের পিছনে। এতে আল্লাহ আপনাদের উপর খুশি না হয়ে পারেন?

২. এখন যে শিক্ষাঙ্গন কুরুক্ষেত্রে পরিণত হচ্ছে, এটা ঠেকান।

৩. চুরি-ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই, ধর্ষণ এসব ঠেকান।

৪. আজ এক বুড়ি ফতোয়া দিচ্ছে, তিনি নাকি সাত তবক আকাশ ভেদ করে আরশে মুয়াল্লার আশপাশ ঘুরে দেখেছেন কোথাও তার নজরে বেহেশত-দোযখ ধরা পড়েনি এবং তিনি কুরআনের কথাকে কটাক্ষ করে বই লেখা শুরু করেছেন।

www.pathagar.com

এখন ওলামা-মাশায়েখগণ ফতোয়া দিয়ে এটা ঠেকান। আর ঐ বুড়িটাকে বলি, আপনি এতদিন কথা না বলে এখন এসব বলছেন কোন্ খুঁটির জোরে?

আপনি নাকি ৭ তবক আকাশ এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেখে এসেছেন। কিন্তু আপনি কখনো কুরআন পড়ে দেখেছেন কি যে আল্লাহ বলছেন—'ইন্না যাইয়্যিন্নাস্ সামায়াদ্দুনিয়া বিযিলাতিনিল কাওয়াকিবা।'

(সূরা আস্‌সাফ্‌ফাত ঃ ৬)

অর্থাৎ আকাশে যত তারকা আছে তারা সবই প্রথম আকাশের নিচে।

আর সর্বশেষ ১৯৮২ সালে যে তারকাটা আবিষ্কার হয়েছে যার নাম দেয়া হয়েছে 'কুয়েজার' তার দূরত্ব এস্ট্রোনোমারদের হিসাব মুতাবিক পৃথিবী থেকে ১৮ শত কোটি আলোক বর্ষ। অর্থাৎ যার আলো সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল গতিবেগে পৃথিবীর দিকে একটানা আসতে থাকলে তার আলো আসতে সময় লাগে ১৮ শত কোটি বছর। আর সে তারকাও প্রথম আকাশের নিচে। আল্লাহ সূরা ওয়াকেয়ার মধ্যে বলেছেন—'ফালা-উক্বসিমু বিমাওয়াকিন্‌নুজুম।'

অর্থ ঃ আমি তারকার অবস্থানের শপথ করে বলছি, তারকার অবস্থানের প্রতি মানুষ চিন্তা করলে সে কিছুতেই আল্লাহকে অস্বীকার করতে পারে না।

অ্যাপোলো-১১ চাঁদ থেকে ফিরে আসার পর খবরের কাগজে এস্ট্রোনোমারদের একটা হিসাব এসেছিল যে, সূর্যের সবচাইতে নিকটে যে তারকা তার আলোর জগৎ পর্যন্ত রকেটের গতিতে অর্থাৎ সেকেন্ডে ৮ মাইল গতিবেগে একটা রকেট যদি একটানা বিশ হাজার বছর চলে তবে সূর্যের সবচাইতে নিকটের তারকার আলোব জগৎ পর্যন্ত পৌছতে পারবে। অর্থাৎ সেখান থেকে সূর্যের সবচাইতে নিকটের তারকাকে দেখা যাবে আমাদের সূর্যের মতো একটা সূর্য। আর আমাদের সূর্যকে দেখা যাবে একটা তারকার মতো। তাহলে এক তারকার আলোর জগৎ থেকে অন্য তারকার আলোর জগৎ পর্যন্ত পথের দূরত্ব হচ্ছে সর্বমোট ৩,০৫,১২১,৬০, ০০,০০০ মাইল (বিজ্ঞানীদের হিসাবমতে ৩ লক্ষ ৫ হাজার ১২১ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল)। ঠিক এমনিই একটা তারকার জগৎ থেকে অন্য তারকার দূরত্ব। এভাবে বর্তমান সময় পর্যন্ত আকাশের তারকা যা বৈজ্ঞানিকরা

www.pathagar.com

গুণতে পেরেছে তার সংখ্যা হচ্ছে ১,০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০ অর্থাৎ ১-এর পরে বিশটা ০ (শূন্য) দিলে যে সংখ্যা দাঁড়াবে ততটি। বৈজ্ঞানিকেরা বলেছেন, এর মধ্যে ১০টা তারকার মধ্যে যদি ১টা করে তারকারও আমাদের সূর্যের মতো কয়েকটা গ্রহ থাকে যার একটা গ্রহ হচ্ছে আমাদের এই পৃথিবী। আর পৃথিবীর সংখ্যা সম্পর্কে আল্লাহ সূরা তালাকের শেষ আয়াতে বলছেন–'আল্লাহুল্লাজি খালাকা সাবয়া সামাওয়াতিউ ওয়া মিনাল আরদে মিছলা হুন্না, ইতানাজ্জালুল আমরু বাইনা হুন্না---।'

অর্থাৎ আল্লাহ তিনি যিনি সাতটা আসমান (যা কঠিন পদার্থ দ্বারা গঠিত–এটা আছে সূরা নাবার মধ্যে যে, 'সাবরান সিদাদা' অর্থাৎ আকাশ কঠিন পদার্থ দ্বারা তৈরি আমাদের নিকটবর্তী আসমানের রং যা সেই রংয়েই আমাদের আসমানকে দেখি। এভাবে সাতটা আসমানের সাত রং আছে যার বর্ণনা রয়েছে হাদীসে) সৃষ্টি করেছেন এবং অনুরূপ করে কিছু পৃথিবীও সৃষ্টি করেছেন। যাতে অহী নাযিল করা হয়। সেসবের অর্থ এমন সংখ্যা যা একমাত্র আল্লাহই জানেন।

আর এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখা আছে– 'ফি কুল্লি আরদিনা নাবীয়ুন, কা নাবীয়িকুম, ওয়া আদামা কা আদামাকুম্ ওয়া নূহুন্ কা নূহিন ওয়া ইবরাহিমিকুম ওয়া মূসাকা মূসা ওয়া ঈসাকা ঈসা।'

অর্থাৎ তার প্রত্যেকটি পৃথিবীতে তোমাদের নবীর মতো নবী আসে, তোমাদের আদমের মতো আদম আসে, তোমাদের নূহের মতো নূহ্, তোমাদের ইবরাহিমের মতো ইবরাহিম, তোমাদের মুসার মতো মূসা এবং তোমাদের ঈসার মতো ঈসা আসে।

আর সাম্প্রতিককালে আমেরিকার এস্ট্রোনোমারদের পরীক্ষায় ধরা পড়েছে, আমাদের অবস্থান যে গ্যালাক্সিতে (ছায়াপথে) এই গ্যালাক্সিতেই এমন ৬০ হাজার গ্রহের সন্ধান তারা পেয়েছেন, যে গ্রহগুলির প্রাকৃতিক পরিবেশ আমাদের এই পৃথিবীর মতই।

এবার ঐ থুথুরে বুড়িকে বলবো যে, আপনি সাত আসমান এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেখে আসলেন, আপনি কতদূর উপরে উঠেছিলেন এবং আলোর গতিতে 'কুয়েজার' নামক তারকা–যার অবস্থান আল্লাহর ভাষায় প্রথম আসমানের নিচে, আপনি তার কতভাগের এক ভাগ পথ অতিক্রম করে বেহেশত-দোযখ খুঁজেছিলেন?

www.pathagar.com

মুরগীর বাচ্চা ফুটে বের হয়ে মনে করে যে ডিমের ভিতর থেকে পৃথিবীকে যতটুকু মনে করেছিলাম পৃথিবীর আয়তন তারচাইতে বেশি মনে হচ্ছে। অর্থাৎ মুরগীর বাচ্চা মুরগীর পাখার নিচে যতটুকু জায়গা সেটুকুকেই মনে করে পৃথিবীর আয়তন। আমার মনে হচ্ছে ঐ মহিলা মুরগীর বাচ্চার মতো পৃথিবীর আয়তন মনে করেছেন। তাই যদি মনে করে থাকেন, তাহলে পৃথিবীর নদী-সমুদ্র, পাহাড়-পর্বত কোনোটা সম্পর্কেই কোনো আঁচ করতে পারবেন না।

আর পারবেনইবা কেমন করে? যিনি বুড়ি হওয়ার পরও তার অর্ধাঙ্গকে চিনতে পারলেন না তিনি আল্লাহর বেহেশত-দোযখ চিনবেন কি করে? আমি আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি, আপনি আমার লেখা 'যুক্তির কষ্টিপাথরে আল্লাহর অস্তিত্ব' বইখানা একটা বার পড়ে দেখুন, তারপর আপনার যা খুশি আপনি মন্তব্য করবেন।

উপরে তারকার যে সংখ্যা দেয়া হলো এবং একটা থেকে অন্য তারকার আলোর জগতের দূরত্ব শুনলেন তাতে মনে মনে ভেবে দেখুন তো আল্লাহর সৃষ্টির কতটুকুর খবর আছে আপনার কাছে?

আলেম ভাইদের সদয় বিবেচনার জন্য

ওলামা, পীর-মাশায়েখ ও দ্বীনি ভাইদের প্রতি আমার একটা নিবেদন এই যে, আপনাদের ভিতরকার ঐক্য যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে এদেশের ইসলাম বিরোধীরা এক এক গ্রুপ ধরে ধরে মারবে আর লক্ষ্য করবে অন্য কোনো গ্রুপ কথা বলে কি না। ওরা দেখে যে, জামায়াত-শিবিরের লোকদেরকে যখন মারছি তখন কোনো গ্রুপই কথা বলে না তাই এদের আগে কিছু মেরে নেই পরে ধরবো অন্য গ্রুপকে।

এরপর একটু চিন্তা করে দেখুন, যখন বাইতুশ শরফের পীর সাহেবের ছেলে হাফেজ আবদুর রহিমকে শহীদ করলো তখনও কোনো হুজুরদের প্রতিবাদসভা করতে দেখিনি, দেখেছি মাত্র একটা গ্রুপকে প্রতিবাদ করতে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাম-বামপন্থী ইসলামদ্রোহীরা যখন মাওলানা নিজামী সাহেবকে চাইনিজ কুড়াল দিয়ে কোপালো তখনও কোনো হুজুরকে প্রতিবাদ মিছিল করতে দেখিনি। তার ফল শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ালো দেখলেন তো? শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক সাহেবকেও তাদের

www.pathagar.com

হাতে মার খেতে হলো। তবে তাকে মার দেয়ার পরে কিন্তু জামায়াত-শিবিরের লোকেরা চুপ করে বসে থাকেনি। হামলার প্রতিবাদে আয়োজিত প্রতিবাদসভা ও বিক্ষোভ মিছিলে ঐ জামায়াত-শিবিরের কর্মীরাই যোগ দিয়ে তাদের লোক সংখ্যা বৃদ্ধি করে দিয়েছিল।

দেখুন তো মনে করে আল্-কুরআনের ঐ কথাটা মনে পড়ে কি না, যেখানে 'আশিদ্দায়ু আলাল কুফফারি ওয়া রুহামায়ু বাইনা হুম' এই ইলম্ অনুযায়ী কি আমরা আমল করে থাকি নাকি তা গোপন করে ফেলেছি? এখন অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে যেন আমাদের কিছু আলেমের মধ্যে আল-কুরআনের বিপরীত গুণ ঢুকে পড়েছে। আর এখন আমরা হয়ে পড়েছি 'আশিদ্দায়ু বাইনাহুম ওয়া রুহামায়ি আলাল কুফফার।' আমাদের অবস্থা তাই নয় কি? এটা ভেবে দেখতে বলবো প্রত্যেকটি দ্বীন দরদী আল্লাহপন্থী ভাই ও বোনদের।

৩. সূরা বাকারার ৪২ নং আয়াত ঃ

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ـ

অনুবাদ ঃ আর তোমরা সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে মিশিয়ে দিও না এবং জানা সত্ত্বেও সত্যকে গোপন কোর না। আর তোমরা তা জানো।

শব্দার্থ ঃ وَ – আর, لَا تَلْبِسُوا – মিশিয়ে ফেলো না, الْحَقَّ –সত্যকে, بِالْبَاطِلِ – মিথ্যার সঙ্গে, وَ – এবং تَكْتُمُوا – গোপন কর, وَاَنْتُمْ–এবং তোমরা, تَعْلَمُوْنَ–(যখন) তোমরা জানো (যে কোন্‌টা সত্য)।

৪. সূরা বাকারার ২৪০ নং আয়াতের শেষাংশ ঃ

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ـ

অনুবাদ ঃ আর তারচাইতে কে বড় জালেম যে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার কাছে প্রমাণিত যে সাক্ষ্য আছে তা জানা সত্ত্বেও গোপন করে? আল্লাহ তোমাদের যেকোনো কাজ সম্পর্কেই বেখবর নন।

শব্দার্থ ঃ وَمَنْ – আর কে, اَظْلَمُ – সবচাইতে বড় জালেম, مِمَّنْ – তার থেকে যে, كَتَمَ – গোপন করে, شَهَادَةً – (আল্লাহ সম্পর্কিত) সাক্ষ্য,

www.pathagar.com

عِنْدَهٗ – (যা) তার নিকট (জানা) আছে, مِنَ اللّٰهِ – আল্লাহর পক্ষ থেকে, وَمَا اللّٰهُ – আর আল্লাহ নহেন, بِغَافِلٍ – বেখবর, عَمَّا تَعْمَلُوْنَ – সেসব বা যেকোনো কাজ তোমরা করো।

উপরোক্ত সূরা বাকারার ৪২ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন, সত্য এবং মিথ্যাকে একসঙ্গে মিশিয়ে ফেলো না আর তোমরা যা সত্য বলে জানো তা জেনে-শুনে গোপন কোরো না। এ আয়াতের উপর আমল না করার কারণে আজ দেশে ইসলাম বিরোধী কাজের সয়লাব শুরু হয়ে গেছে। আজ এমন অবস্থা হয়েছে যে, আমি এক জায়গায় ওয়াজ করে বললাম–'ইনিল হুকমু ইল্লা লিল্লাহ।' (আল-কুরআন) অর্থাৎ আল্লাহর জমিনে আল্লাহর হুকুম ছাড়া আর কারো হুকুম চলবে না।

অতঃপর সেই মাহফিলেই আরেকজন বক্তা বললেন, ইসলামে কোনো রাজনীতি নেই। বরং আল্লাহ ও রাসূলের ওয়াদা রয়েছে যারা তার জবানকে এবং লজ্জাস্থানকে হেফাজত করতে পারবে রাসূল (সা) তার বেহেশতের জামিন হবেন। আবার কেউ ওয়াজ করছেন উম্মতের ফ্যাসাদের জামানায় যে রাসূল (সা)-এর একটা মাত্র সুন্নতের উপর আমল করবে সে ১০০ শহীদের সওয়াব পাবে।

এভাবে বেহেশত পাওয়ার পথ সহজ করে দিলে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন বা আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আন্দোলন করে কি দরকার আছে কারো বদনজরে পড়ার? বরং প্রতি ওয়াক্তে মেসওয়াক এবং অজু করে শুধু নামায-রোযাটা যদি পালন করতে পারি তাহলে তাতেই তো পরকালে ১০০ শহীদের মর্যাদা পাওয়া যাবে। সুতরাং ঝামেলায় গিয়ে মার-ধর কেন খাবো এবং কেনইবা কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে অযথা বিবাদ করতে যাবো।

এইভাবে আমরা যদিও জানি যে, কেন রাসূল (সা) শী'বে আবু তালিবে নির্বাসিত জীবন যাপন করলেন, কেনইবা তায়েফে গিয়ে মরার উপক্রম হলেন, কেনইবা দাঁত ভাঙলেন, কেনইবা হিজরত করলেন, কেনইবা এত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হলেন–এ সবই কিন্তু সব আলেমের জানা আছে। কিন্তু সামান্য দুনিয়ার স্বার্থে তারা জেনে-বুঝে সত্য গোপন করার কারণে কেউ ইসলাম বিরোধীদের কাছে হন বড় হুজুর আর যারা সত্য গোপন করেন না তারা বাতিলপন্থী। এই হলো আমাদের সমাজের অবস্থা।

www.pathagar.com

আমি এবারকার (৯১-এর) নির্বাচনের পূর্বে ঢাকার-ই শহরতলীতে এক জায়গায় ওয়াজ করতে গিয়ে কুরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে উপস্থিত লোকজনকে বুঝালাম যে, মুসলমানদের ভোট পেতে হলে তার মধ্যে কি কি গুণ থাকা দরকার।

আমি প্রার্থীরও নাম বলেনি, কোনো দলেরও নাম বলিনি, বলেছি প্রার্থীর মধ্যে কি কি গুণ থাকা দরকার শুধ্মাত্র ততটুকুই। লক্ষ্য করে দেখলাম আমার কথাগুলো লোকেরা বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নিলো এবং আমি যে সময়োপযোগী কথা বলেছি, এ কথাও লোকেরা স্বীকার করলো।

কিন্তু আমার পরেই আরেকজন আলেম যার মাথায় পাগড়ী ছিল এবং আমার চাইতে গলায় ভালো সুর ছিল এবং ফার্সি বয়াতও কিছু মুখস্থ ছিল তিনি উঠেই কিছু ফার্সি বয়াত পড়ে সুর দিয়ে ওয়াজ আরম্ভ করলেন, যে ওয়াজ ছিল সম্পূর্ণ আমার ওয়াজকে খণ্ডন করা ওয়াজ। শেষ পর্যন্ত আমার কথার আর আধা পয়সা মূল্য রইলো না।

এভাবে সামান্য স্বার্থের জন্য আল-কুরআনের স্পষ্ট কথা জানা থাকা সত্ত্বেও তা গোপন করে হকপন্থীদের মার খাওয়ানোর ব্যবস্থা করছেন এই আলেমরাই। এইজন্যই তো আল্লাহ সূরা বাকারার ১৪০ নং আয়াতের শেষাংশে বলছেন—'তার চাইতে বড় জালেম আর কেউ হতে পারে না যার কাছে আল্লাহর পক্ষে জানা ইলম্ বা যা সত্য সাক্ষ্য তা গোপন করে।'

আল্লাহ শেষ কথা বলছেন, তিনি কারোরই আমল বা কাজ সম্পর্কে অনবহিত নন। তিনি যেদিন ধরবেন সেদিন সত্য ও কুরআনের স্পষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা জানা সত্ত্বেও যারা তা দুনিয়ার সামান্য স্বার্থের জন্য গোপন করে তারা কিয়ামতের দিন সবচাইতে বড় জালিম হিসেবে চিহ্নিত হবে। তাই দিন থাকতে বলি, দুনিয়াকে বড় করে না দেখে আখেরাতকে বড় করে দেখুন। দয়া করে এই সত্য গোপন করে আগুন ভক্ষণ করবেন না। এরপর দেখুন সূরা বাকারা ১৪৬ নং আয়াতে আল্লাহ কি বলেন, এগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন এবং এর উপর আমল করুন।

৫. সূরা বাকারার ১৪৬ নং আয়াত ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ـ

www.pathagar.com

অনুবাদ ঃ যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা সেই নির্দিষ্ট স্থানকে তেমনভাবে চিনতে পারে যেমন চিনতে পারে তাদের নিজেদের সন্তানদেরকে। কিন্তু তাদের ভিতর থেকে একটি দল জেনে-বুঝে প্রকৃত সত্যকে গোপন করছে (প্রকৃতপক্ষে সমাজকে জাহান্নামে পরিণত করছে এরাই)।

শব্দার্থ ঃ اَلَّذِيْنَ – তাদেরকে, যাদেরকে, اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ – আমি কিতাব দিয়েছি, يَعْرِفُوْنَهٗ – তারা তা সুনির্দিষ্টভাবেই চিনতে পারে, كَمَا – যেমন, يَعْرِفُوْنَ – চিনতে পারে, اَبْنَآئَهُمْ – তাদের নিজেদের সন্তানদেরকে, وَاِنَّ – আর অবশ্যই فَرِيْقًا – একটা দল, مِّنْهُمْ – তাদের ভিতর থেকে, لَيَكْتُمُوْنَ – তারা জেনে বুঝে অবশ্যই তা গোপন করে, الْحَقَّ – প্রকৃত সত্যকে, وَهُمْ – এবং তারা তা, يَعْلَمُوْنَ – জানে।

৬. সূরা বাকারার ২২ নং আয়াতে তালাকী স্ত্রীদের কথা বলা হয়েছে যে, তাদের পেটে সন্তান থাকলে তা যেন গোপন না করে। এই গোপনের সঙ্গে যেহেতু ইলম্ গোপনের সম্পর্ক তাই সে আয়াতটা এখানে দেয়া হলো না। তবে আয়াত নং দেয়ার কারণে কেউ দেখে নিতে চাইলে সহজেই দেখে নিতে পারবেন। এখানেও বলা হয়েছে পেটের সন্তান গোপন করে অন্য স্বামী ধরাও ইলম্ গোপন করার ন্যায় মহাপাপ।

এখানে আরো বলে রাখা প্রয়োজন, তিন মাসের পেটের সন্তানের ব্যাপারে ঐ সন্তানের মায়েরই জানার কথা যে, তার পেটে সন্তান রয়েছে।

সে যদি তা গোপন করে কেউ তাকে আলট্রাসনোগ্রাফী করে পরীক্ষা করে দেখতে যায় না যে, তার পেটে সন্তান আছে কি নেই। তাই ঐ মহিলা যদি তার পেটের সন্তানের কথা গোপন করে তবে কমপক্ষে ৩টা বড় ধরনের গোনাহ হবেই–যার হাত থেকে ঐ মহিলা কোনোভাবেই নিষ্কৃতি পাবে না। আর তার কোনো ক্ষমা চাওয়া ও পাওয়াও ভাগ্যে জুটবে না। সেই তিনটি পাপ কাজ হচ্ছে যথাক্রমে ঃ

১. পেটের সন্তানের কথা গোপন করলে পেটে অন্যের ঔরষজাত সন্তান থাকা অবস্থায় তার অন্যত্র নিকাহ হয়ে যাবে। আর এ কারণেই সে পেটের সন্তানের কথা গোপন করে। ফলে তার বিয়ে জায়েয হবে না এবং এ কারণে দাম্পত্য জীবনে শুধু জিনা হতেই থাকবে।

www.pathagar.com

২. পরবর্তী নিকাহের ৭ মাস পরে তার সন্তান হলে সে সন্তান তার পরবর্তী স্বামীরই ধরা হবে। এর ফলে ঐ সন্তান তার প্রকৃত পিতার সম্পত্তি যা তার জন্য বৈধ ছিল সেই সম্পত্তি থেকে সে বঞ্চিত হবে।

৩. তার মায়ের পরবর্তী স্বামীর সম্পত্তি যার একচুল পরিমাণও তার পূর্বের স্বামীর ঔরষজাত সন্তানের পাওনা নয়, সে তার ওয়ারিস হবে–যা তার আসলেই 'হক' নয়।

এই যে তিনটি অমার্জনীয় গোনাহ্ তার সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে ঐ মহিলার, যে নতুন করে স্বামী গ্রহণের জন্য তার পেটের সন্তানের কথা গোপন করে। কাজেই আলেমের ইলম্ গোপন করার চাইতে এটা কোনো অংশেই ছোট-খাট গোনাহ্ নয় বরং এটা এমন এক গোনাহ্ যা মাফ পাওয়ার সব দরজাই ঐ মহিলার জন্য বন্ধ হয়ে যায়।

সূরা বাকারার ১৮৩ নং আয়াতের শেষাংশে সাক্ষ্য গোপন সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

৭. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ۔

(এর মধ্যে كَتَمَ মূল শব্দ থেকে দু'টি শব্দ রয়েছে)

অনুবাদ ঃ তোমরা সাক্ষ্য গোপন কোরো না, যে সাক্ষ্য গোপন করে তার অন্তর পাপের কালিমাযুক্ত হয়। বস্তুতঃ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে আল্লাহ্ সবই জানেন।

শব্দার্থ ঃ وَلَا تَكْتُمُوْا – এবং গোপন কোরো না, الشَّهَادَةَ – সাক্ষ্য, وَمَنْ – আর যে ব্যক্তি, يَّكْتُمْهَا - উহা (সাক্ষ্য) গোপন করে, فَاِنَّهٗ – অবশ্যই তার, اٰثِمٌ - কালিমাযুক্ত হয়ে যায়, قَلْبُهٗ – তার অন্তর, وَاللّٰهُ - – আর আল্লাহ্, بِمَا – যেমন, تَعْمَلُوْنَ – তোমরা আমল করো, عَلِيْمٌ – জানেন।

৮. সূরা বাকারার ৩৩ নং আয়াতের শেষ অর্ধাংশ ঃ

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ –

www.pathagar.com

অনুবাদ ঃ (তখন আল্লাহ) বললেন তোমাদেরকে বলি নাই যে, আমি যা জানি আকাশ ও পৃথিবীর সেইসব নিগূঢ় তত্ত্ব (যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নেই) এবং জানি যা তোমরা প্রকাশ করো এবং যা তোমরা (মনের মধ্যে) গোপন করো।

শব্দার্থ ঃ قَالَ – তিনি (আল্লাহ) বললেন, اَ – কি, لَمْ اَقُلْ – বলি নাই, لَّكُمْ – তোমাদেরকে, اِنِّىْ – নিশ্চয় আমি, اَعْلَمُ – আমি জানি, غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ – আকাশ ও জমিনের নিগূঢ় তত্ত্ব, وَاَعْلَمُ – এবং জানি, مَا – যা, تُبْدُوْنَ – তোমরা প্রকাশ করো, وَمَا – এর যা, كُنْتُمْ – তোমরা, تَكْتُمُوْنَ – তোমরা গোপন করতেছিলে, كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ - এর একসঙ্গে অর্থ হবে তোমরা গোপন করতেছিলে।

১০ সূরা বাকারার ৭২ নং আয়াত ঃ

وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَاْتُمْ فِيْهَا وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ـ

অনুবাদ ঃ তোমাদের মনে আছে সেই ঘটনা- যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে। অতঃপর যে সম্পর্কে তোমরা একে অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছিলে। কিন্তু আল্লাহ এই সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, তোমরা যা গোপন করবে আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিবেন।

শব্দার্থ ঃ وَاِذْ – আর যখন, قَتَلْتُمْ – তোমরা একে অপরের উপর দোষ চাপানোর কাজ শুরু করেছিলে, وَاللّٰهُ - এবং আল্লাহ (চাইলেন), مُخْرِجٌ – প্রকাশ করে দিতে, مَا–যা, كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ – তোমরা গোপন করতেছিলে।

১০. সূরা আলে ইমরানের ৭১ নং আয়াত ঃ

يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ـ

অনুবাদ ঃ হে কিতাবধারীগণ! তোমরা সত্যের সঙ্গে মিথ্যাকে জড়িয়ে ফেলছো কেন? পক্ষান্তরে তোমরা জেনে-শুনে সত্যকে গোপন করতেছো (আর এ করে তোমরা সত্য সম্পর্কে মানুষের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করতেছো)?

www.pathagar.com

ইহুদী আলেমদের ন্যায় যদি আমরা প্রকৃত সত্যের সাক্ষ্যদাতার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ না হতাম, তাহলে আজ এই বিংশ শতাব্দীতে সারা পৃথিবীতে একটি অমুসলমানও থাকতো না।

শব্দার্থ ঃ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ – হে আসমানী কিতাবের অধিকারীগণ! لِمَ – কেন, تَلْبِسُوْنَ – জড়িয়ে ফেলতেছো, الْحَقَّ – সত্যকে, بِالْبَاطِلِ – অসত্যের সঙ্গে, وَتَكْتُمُوْنَ – এবং তোমরা গোপন করতেছো, الْحَقَّ – সত্যকে, وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ – আর তোমরা জানো (যে কোন্‌টা সত্য আর কোন্‌টা বাতিল)।

১১. সূরা আলে ইমরানের ১৬৭ নং আয়াতের শেষাংশ ঃ

يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَّالَيْسَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ ـ

অনুবাদ ঃ তারা মুখে এমন কথা বলে যা তাদের মনের মধ্যে নেই (অর্থাৎ যা বলে তা মনের কথা নয়, তা শুধু মুখের কথাই)। আর আল্লাহ ভালোই জানেন যা তারা গোপন করে।

শব্দার্থ ঃ يَقُوْلُوْنَ – তারা বলে, بِاَفْوَاهِهِمْ – তাদের নিজেদের মুখে, مَّا – যা, لَيْسَ – নেই, فِىْ – মধ্যে, قُلُوْبِهِمْ – তাদের অন্তরের, وَاللّٰهُ – এবং আল্লাহ, اَعْلَمُ – ভালোই জানেন, بِمَا – যেমনভাবে, يَكْتُمُوْنَ – তারা (জেনেও) গোপন করে।

এর পরবর্তী পরিপূরক আয়াত সূরা আলে ইমরানের ১৬৮ নং আয়াত ঃ

اَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْا لَوْ اَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ـ

অনুবাদ ঃ তারা নিজেরা তো বসে রইলোই, আর এদের যেসব ভাই-বন্ধু লড়াই করতে গিয়েছিল এবং সেখানে গিয়ে নিহত হয়েছিল তাদের সম্পর্কে তারা বললো যে, তারা যদি আমাদের কথা শুনতো তাহলে তারা নিশ্চয় মরতো না। তাদের বলো, তাদের এ কথা যদি সত্যি হয় তবে স্বয়ং তাদের মৃত্যু যখন আসবে তখন মৃত্যুর হাত থেকে তারা নিজেদেরকে সরিয়ে রেখে যেন তাদের কথার সত্যতা প্রমাণ করে (কিন্তু তা কেউই পারবে না)।

www.pathagar.com

শব্দার্থ ঃ اَلَّذِيْنَ – যারা, قَالُوْا – বলে, لِاِخْوَانِهِمْ – তাদের ভাই বন্ধুদেরকে, وَقَعَدُوْا – আর তারা (যুদ্ধে না যেয়ে) বসে থাকে, لَوْ – যদি, اَطَاعُوْنَا – তারা আমাদের কথা শুনতো বা আমাদের কথা শুনে লড়াই করতে না যেত, مَاقُتِلُوْا – তাহলে তারা নিহত হতো না, قُلْ – তুমি তাদেরকে বলো, فَادْرَؤُا – তাহলে দূরে রেখো, عَنْ اَنْفُسِكُمُ – তোমাদের নিজেদেরকে, اَلْمَوْتَ – মৃত্যুর হাত থেকে (এখানে عَنْ – অর্থ 'থেকে' যা আরবী ভাষার নিয়মানুযায়ী পূর্বেই বসেছে), اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ – যদি তোমাদের দাবি সত্য হয় বা যদি তোমাদের দাবির প্রতি তোমরা সত্যবাদী হও।

১২. সূরা আলে ইমরানের ১৮৭ নং আয়াত ঃ

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ فَنَبَذُوْهُ وَرَاءَ ظُهُوْرِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ –

অনুবাদ ঃ এইসব আহলে কিতাবদেরকে সেইসব কথাও মনে করিয়ে দাও যা আল্লাহ তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন। তা হচ্ছে এই যে, তোমাদেরকে কিতাবের শিক্ষা ও ভাবধারা লোকদের মধ্যে প্রচার করতে হবে এবং তা গোপন রাখতে পারবে না। কিন্তু তারা কিতাবকে পিছনের দিকে ফেলে রেখেছে এবং সামান্য মূল্যে তা বিক্রয় করেছে, তারা যা করতেছে তা কতই না খারাপ কাজ।

শব্দার্থ ঃ وَاِذْ – আর যখন, اَخَذَ اللّٰهُ – আল্লাহ নিয়েছিলেন, مِيْثَاقَ – অঙ্গীকার, اَلَّذِيْنَ – তাদের (নিকট থেকে) যাদেরকে, اُوْتُوا الْكِتٰبَ – কিতাব দান করা হয়েছে, لَتُبَيِّنُنَّهٗ – যেন লোকদের মধ্যে কিতাবের শিক্ষা ও ভাবধারা প্রচার ও প্রসার করে, لِلنَّاسِ – লোকদের জন্য বা লোকদের মধ্যে, وَلَاتَكْتُمُوْنَهٗ – এবং তা যেন তারা গোপন না করে, فَنَبَذُوْهُ – অতঃপর তা তারা (পিছনের দিকে) ফিরিয়ে রেখেছে, وَرَاءَ ظُهُوْرِهِمْ – তাদের পিছনের দিকে, وَاشْتَرَوْا بِهٖ – এবং তার দ্বারা

www.pathagar.com

বিক্রয় করতেছে, ثَمَنًا – মূল্যে قَلِيلًا – কম فَبِئْسَ – তা কতই না খারাপ কাজ, مَايَشْتَرُوْنَ -- যা তারা খরিদ করছে।

১৩. সূরা মায়েদার ৯৯ আয়াত ঃ

مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَاتُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ-

অনুবাদ ঃ রাসূল (সা)-এর উপর প্রচার করা ছাড়া আর কোনো দায়িত্ব নেই। আর আল্লাহ-ই জানেন মানুষ যা প্রকাশ করে এবং যা গোপন করে।

শব্দার্থ ঃ مَا عَلَى الرَّسُوْلِ – রাসূলের উপর কোনো দায়িত্ব নেই, اِلَّا – ব্যতীত, اَلْبَلٰغُ – প্রচার, وَاللّٰهُ – এবং আল্লাহ, يَعْلَمُ – জানেন, مَا – যা, تُبْدُوْنَ – তোমরা যা প্রকাশ করো, وَمَا تَكْتُمُوْنَ – আর যা তোমরা গোপন করো।

হে আল্লাহ! তুমিই সাক্ষী যে, জানা ইলম্ গোপন করার অপরাধে শেষ বিচারের দিন যেন ধরা না পড়ি সেজন্যই আমার এ প্রচেষ্টা। আল্লাহ, তোমার কুরআনের আলেমদের তুমিই হকপন্থী করে দাও। যেন সমাজ জাহান্নামের হাত থেকে বাঁচতে পারে।

১৪. সূরা মায়েদার ১০৬ নং আয়াতের শেষাংশ ঃ

وَلَانَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّا اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ-

অনুবাদ ঃ আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া সত্য সাক্ষ্যকে আল্লাহর ওয়াস্তে গোপন করবো না (কারণ আমরা মুসলমান)।

শব্দার্থ ঃ وَلَانَكْتُمُ – আর আমরা গোপন করবো না, شَهَادَةَ اللّٰهِ – আল্লাহর সাক্ষ্য, اِنَّا – (তাহলে) নিশ্চয় আমরা, اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ – গোনাহগারদের অন্তর্ভুক্ত হবো।

১৫. সূরা আম্বিয়ার ১১০ নং আয়াত ঃ

اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُوْنَ-

অনুবাদ ঃ নিশ্চয় তিনি (আল্লাহ) জানেন উচ্চ কণ্ঠে বা প্রকাশ্যে কথা বলা হয় এবং তাও জানেন যা তোমরা গোপনে করো।

www.pathagar.com

শব্দার্থ ঃ إِنَّهُ – নিশ্চয় তিনি (আল্লাহ), يَعْلَمُ – জানেন, الْجَهْرَ – উচ্চকণ্ঠে বা প্রকাশ্যে, مِنَ الْقَوْلِ – যে কথা বলা হয়, وَيَعْلَمُ – এবং জানেন, مَا تَكْتُمُونَ – যা তোমরা গোপন করো।

অর্থাৎ আল্লাহর চোখকে ফাঁকি দিয়ে কেউ কিছুই করতে পারে না।

১৭. সূরা নূরের ২৯ নং আয়াতের শেষাংশ ঃ

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ـ

অনুবাদ ঃ আর আল্লাহ অবশ্যই জানেন (পর্দা রক্ষার ব্যাপারে) তোমরা যা প্রকাশ্যে করো তা-ও এবং যা গোপনে করো তা-ও।

অর্থাৎ যা কিছু পর্দার ব্যাপারে প্রকাশ করো এবং যা কিছু গোপন করো। পর্দা রক্ষার ব্যাপারে ভীষণ কড়া নির্দেশ রয়েছে।

১৭. সূরা মুমিনের ২৮ নং আয়াত ঃ

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّىَ اللّٰهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ الْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ وَاِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهٗ وَاِنْ يَّكُ صَادِقًا يُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِىْ يَعِدُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ـ

অনুবাদ ঃ আর সেই সময় ফেরাউনের দলের মধ্য থেকে এক মুমিন ব্যক্তি যে ঈমান এনে তা গোপন রেখেছিল (সে ঈমান আর গোপন রাখতে পারলো না) সে সহসা বলে উঠলো ঃ তোমরা কি এক ব্যক্তিকে শুধু এই কারণে হত্যা করবে যে বলে, আমার রব হচ্ছেন আল্লাহ। অথচ সে ব্যক্তি তোমাদের রবের পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছেন। সে যদি মিথ্যাবাদী হয় তবে তার মিথ্যা তার উপরই গিয়ে পড়বে। কিন্তু তিনি যদি সত্যবাদী হয়ে থাকেন তাহলে তিনি যে ভয়াবহ শাস্তির ভয় তোমাদের দেখাচ্ছেন তার কিছু অংশ তোমাদের উপর অবশ্যই আসবে। আল্লাহ এমন কোনো ব্যক্তিকে হেদায়াত করেন না যে সীমালংঘন করে এবং মিথ্যাবাদী।

www.pathagar.com

শব্দার্থ ঃ وَقَالَ - এবং সে বললো, رَجُلٌ - এক ব্যক্তি, مُّؤْمِنٌ - এক মুমিন ব্যক্তি (একসঙ্গে مُّؤْمِنٌ অর্থ এক মুমিন ব্যক্তি), مِّنْ -- মধ্য হতে, فِرْعَوْنَ - ফেরাউনের লোকজনের, يَكْتُمُ - যে গোপন রেখেছিল, اِيْمَانَهٗ - তার, اَتَقْتُلُوْنَ - (সে সহসা বলে উঠলো) তোমরা হত্যা করবে رَجُلًا - এক ব্যক্তিকে, اَنْ يَّقُوْلَ (এই কারণে) যে সে বলে, رَبِّىَ اللّٰهُ। - যে আল্লাহ আমার রব, جَاءَكُمْ - আর অবশ্য তোমাদের নিকট এসে গেছে, بِالْبَيِّنٰتِ - স্পষ্ট দলিলাদি সহকারে, مِنْ رَّبِّكُمْ - তোমার রবের নিকট থেকে, وَاِنْ يَّكُ كَاذِبًا - আর সে যদি মিথ্যাবাদী হয়, فَعَلَيْهِ كَذِبُهٗ- তার মিথ্যা তার উপর বর্তাবে, وَاِنْ يَّكُ صَادِقًا - আর যদি সে সত্যবাদী হয়, يُصِبْكُمْ - তোমাদের নিকট অবশ্যই পৌঁছবে, بَعْضُ الَّذِىْ - তার কিছু অংশ যার প্রতি, يَعِدُكُمْ - তোমাদের ডাকতেছেন বা যে বিষয়ের প্রতি তোমাদের সাবধান করা হচ্ছে, اِنَّ اللّٰهَ - নিশ্চয় আল্লাহ, لَا يَهْدِىْ - হেদায়াত করেন না, مَنْ هُوَ - যে সেই, مُسْرِفٌ - সীমা লংঘনকারী, كَذَّابٌ - মিথ্যাবাদী।

১৮. সূরা নিসার ৪২ নং আয়াতের শেষ অংশ ঃ

وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا -

অনুবাদ ঃ (আজ দুনিয়ায় যা-ই করা করুক) সেদিন (পরকালের দিন) আল্লাহর কাছে কোনো কথাই গোপন করতে পারবে না।

১৯. সূরা নিসার ৩৭ নং আয়াত ঃ

اَلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا -

অনুবাদ ঃ আর সেই লোককেও আল্লাহ পছন্দ করেন না যারা নিজেরা বখিলি করে আর অন্য লোককেও বখিল হওয়ার উপদেশ দেয় আর গোপন করে তার সেই ধন-মালের কথা যা মেহেরবানী করে আল্লাহ তাকে দান করেছেন। এইরূপ অকৃতজ্ঞ লোকদের জন্য আমি অপমানকর আযাবের ব্যবস্থা করেছি।

www.pathagar.com

শব্দার্থ ঃ اَلَّذِيْنَ – যারা, يَبْخَلُوْنَ – বখিলি করে , وَيَأْمُرُوْنَ – এবং হুকুম করে বা উপদেশ দেয়, النَّاسَ – মানুষদেরকে, بِالْبُخْلِ – বখিল হতে, وَيَكْتُمُوْنَ – এবং গোপন করে, مَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ – আল্লাহ তাকে যা দান করেছেন, مِنْ فَضْلِهٖ – তার অনুগ্রহ থেকে, وَاَعْتَدْنَا – এবং নির্দিষ্ট করে রেখেছি, لِلْكٰفِرِيْنَ – কাফেরদের জন্য, عَذَابًا مُّهِيْنًا – অপমানকর আযাব।

২০. সূরা মায়েদার ৬১ নং আয়াত ঃ

وَاِذَا جَآءُوْكُمْ قَالُوْا اٰمَنَّا وَقَدْ دَّخَلُوْا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْخَرَجُوْا بِهٖ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا يَكْتُمُوْنَ –

অনুবাদ ঃ তারা যখন তোমাদের নিকট আসে তখন তারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি অথচ তারা এসেছিল কুফরী নিয়ে এবং কুফরী নিয়ে ফিরে গেছে। তারা মনের মধ্যে যা কিছু গোপন রেখেছে সে সম্পর্কে আল্লাহ ভালো করেই জানেন।

শব্দার্থ ঃ وَاِذَا جَآءُوْكُمْ – আর তারা যখন তোমাদের নিকট আসে, قَالُوْا – (তখন) তারা বলে, اٰمَنَّا -- আমরা ঈমান এনেছি, وَقَدْ دَّخَلُوْا – অথচ তারা প্রবেশ করেছিল, بِالْكُفْرِ – কাফের অবস্থায়, وَهُمْ – এবং তার, قَدْ – অবশ্যই, خَرَجُوْا بِهٖ – যখন তারা বের হয়ে যায় তখন ঐ কুফরী নিয়েই বের হয়ে যায়, وَاللّٰهُ اَعْلَمُ – এবং আল্লাহ ভালোই জানেন بِمَا – যা, كَانُوْا يَكْتُمُوْنَ – তারা গোপন করতো।

বিশেষভাবে লক্ষণীয়

আপনারা অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন যে, যেসব আয়াতের মধ্যে 'গোপন করা' শব্দ আছে তার প্রত্যেকটি আয়াত এবং গোপন শব্দসম্বলিত প্রত্যেকটি আয়াত বা আয়াতাংশ এখানে তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে যেগুলোর ব্যাখ্যা প্রয়োজন শুধু সেইগুলিরই ব্যাখ্যা দেয়ার নিয়ত করেছি। আর যেগুলির অনুবাদ পড়েই বা অনুবাদের সঙ্গে যা কম কথায় ব্যাখ্যা দেয়া হয়ে গেছে তার কোনো নতুন ব্যাখ্যা লিখে বই ভারি করবো না। আমার নিয়ত

www.pathagar.com

এই যে, আমার কথাগুলি শুধু এতটুকু মাত্র বলতে চাই, যা পাঠক-পাঠিকাদের জন্য যথেষ্ট মনে করি। ছোট বই পাঠকদের যেমন অল্প সময়ে পড়তে সুবিধা তেমনি কম মূল্যে কিনতেও সুবিধা। এসব দিকে লক্ষ্য রেখে প্রায় সবগুলি বই-ই অল্প কথায় লেখার চেষ্টা করেছি। তবে যেটা একেবারে ছোট করা সম্ভব হয়নি সেটাই একটু বড় করেছি।

এক নজরে ইলম্ ও সত্য সাক্ষ্য গোপনে অনিষ্টের অল্প কিছু খতিয়ান ঃ

১. ইলম্ গোপন করার প্রথম ক্ষতি হচ্ছে মানুষ সত্যিকার অর্থে কুরআন ও হাদীসের সঠিক জ্ঞান অর্জন থেকে বঞ্চিত হয়। শুধু তাই নয়, বরং যা বুঝা দরকার তার উল্টাটা বোঝে।

২. অনেক লোকের মন হেদায়াত গ্রহণের উপযোগী থাকা সত্ত্বেও তারা হেদায়াত লাভ থেকে বঞ্চিত হয়।

৩. ইসলাম প্রচারের গুরুত্ব উম্মতে মুহাম্মাদীর মন-মগজ থেকে লোপ পেয়ে যায় এবং তা গেছেও।

৪. এতদিন অর্থাৎ ১৪ শত বছর পর্যন্ত পৃথিবীতে একটাও অমুসলিম থাকার কথা নয়। তা থাকছে শুধু ইলম্ মুতাবিক কাজ না করার কারণে।

৫. মুসলিম দেশেও দেখা যাচ্ছে পুরুষের ইমাম মহিলা। এটাও আলেমসমাজের জানা ইলম্কে হয় লোভে অথবা ভয়ে গোপন করার কারণেই হতে পারতেছে।

৬. ইলম্ গোপনের কারণে অসংখ্য মুসলমান আজ কমিউনিস্ট হয়ে মুরতাদ হয়ে যাচ্ছে।

৭. একই কারণে কমিনিস্টদের জানাযা হচ্ছে অথচ তারা জানাযায় বিশ্বাসীই নয়। আর এদের জানাযা যারা পড়াচ্ছেন তারা প্রকারান্তরে ফতোয়া দিচ্ছেন যে, কমিউনিস্ট হয়েও মুসলমান থাকা যায়।

কিন্তু আমি জানি যখন আমরা পাক আমলে C. O. P. (কম্বাইন্ড অপজিশন পার্টি বা সম্মিলিত বিরোধী দল) করেছিলাম তখন আমি যশোর জেলা C. O. P.-এর সেক্রেটারী থাকা অবস্থায় পাক্কা কমিউনিস্টদের সঙ্গে মেশার সুযোগ হয়েছিল। তাদের সঙ্গে একান্তে কথা বলে তাদের মুখ দিয়েই উচ্চারিত কথায় আমি নিজের কানে শুনেছি যে, তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করলে কমিউনিস্ট হতে পারে না। তারা আমাকে পরিষ্কার বলেছে,

www.pathagar.com

আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করার কোনো যুক্তি পাই না, তাই আমরা সৃষ্টিকর্তা বলে কাউকে মানি না।

কমিউনিস্টরা মুসলমানদের মেয়ে বিয়ে করছে। যে বিয়ে (যদি মেয়ে মুসলমান হয় তবে) একেবারে কাট্টা হারাম হচ্ছে এবং তাদের ঘরে হারামজাদা পয়দা হচ্ছে। এর জন্য সেই আলেমরাই দায়ী যারা জানে যে, কমিউনিস্টরা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না তারপরও তাদের জানাযা পড়ায় এবং কমিউনিস্টদের সাথে মুসলমান মেয়েদের বিয়ে জায়েয রাখে ও তাদের বিয়ে পড়ায়। এভাবে কত যে আগুন তারা পেটে পুরছে তা টের পাওয়ার দিন আসতে আর বেশি দেরি নেই।

৮. এটাও সত্য যে, ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা না পাওয়ার কারণেই তারা আল্লাহকে মানতে পারছে না। আমি তো অনেক কমিউনিস্টকে বই পড়িয়ে এবং মুখে যুক্তির মাধ্যমে বুঝিয়ে আল্লাহর মেহেরবানীতে মুসলমান করতে পেরেছি। তারা তো মুসলমানের ঘরে জন্মেছে। এ কারণে প্রবৃত্তিগতভাবে তাদের মন ইসলাম গ্রহণের জন্য সর্বদাই উন্মুক্ত। কিন্তু তাদের কাছে আমরা দাওয়াত পৌঁছানোর হেকমত জানি না, জানি শুধু তাদের একটু গালাগালি করে তাদেরকে দূরে সরাতে। তাদের কাছে টানার বুদ্ধি মনে হয় যেন আমরা হারিয়ে ফেলেছি। এজন্য এক দিকে যেমন তারা মুরতাদ হয়ে জাহান্নামী হচ্ছে তেমনি অন্যদিকে তাদের প্রতি আমাদের যে দায়-দায়িত্ব ছিল সেটাও পালন না করে আল্লাহর কাছে দায়ী হচ্ছি।

আমি কমিউনিস্টদের প্রতি আহবান জানাবো, আপনারা মুসলমান হয়ে যান অথবা ঘোষণা দিয়ে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যান। তাহলে আপনাদের ব্যাপারে মুসলমানরা ইসলামের হুকুম মানতে পারবে। বিশেষ করে মুসলমানদের মেয়ে বিয়ে করে তাদেরকেও জাহান্নামী বানাচ্ছেন, এটা দয়া করে করবেন না। হিন্দুরা যেমন হিন্দুদের মেয়েই বিয়ে করে তেমনি আপনারাও কলেজ-ইউনিভারসিটিতে অনেক কমিউনিস্ট মেয়ে পাবেন তাদেরকেই বিয়ে করুন।

আর মুসলমানদের প্রতি আমার অনুরোধ রইলো, আপনারা কমিউনিস্টদের সঙ্গে মেয়ে বিয়ে দিয়ে আপনাদের আদরের মেয়ে কলিজার টুকরাকে নিজ হাতে জাহান্নামে ঠেলে দিবেন না।

www.pathagar.com

আর যদি মুসলমান থাকতে চান, তবে কোনো কমিউনিস্ট মরে গেলে তার জানাযা পড়বেন না। যদি পড়েন তাহলে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী আপনার উপর কি হুকুম বর্তাবে তা বাংলাদেশে অনেক মুফতি আছেন তাঁদের কাছ থেকে জেনে নিন।

আমি আবারও বলছি, কমিউনিস্টরা মুসলমানও নয়, হিন্দুও নয়, খ্রিস্টানও নয়, ইহুদীও নয়, তারা কমিউনিস্ট। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য আপনারা একখানা বই সংগ্রহ করে পড়ে দেখুন। বইটির নাম 'রাশিয়ার ডাইরী', লিখেছেন কলকাতার একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রবোধকুমার সান্ন্যাল। তিনি একবার রাশিয়ায় গিয়ে অনেক বিদেশীর সঙ্গে মেশার সুযোগ পেয়ে বিদেশী প্রতিনিধিদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন-'আপনারা কে কোন্ ধর্মের লোক?'

তার জবাবে কেউ বলেছিলেন, আমি হিন্দু, কেউ বলেছেন আমি মুসলমান, কেউ বলেছেন আমি খ্রিস্টান। তেমনি অনেকেই ধর্মের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, আমি কমিউনিস্ট। কাজেই কমিউনিস্টরা অন্যকোনো ধর্মেরই লোক নয়, তারা কমিউনিজম ধর্মের লোক।

সুতরাং রাশিয়া গিয়ে যারা তাদের ধর্মীয় পরিচয় দেয় যে, তারা কমিউনিস্ট এবং তাদের ধর্ম কমিউনিজম, তারা বাংলার মাটিতে পা ফেললেই কি সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান হয়ে যেতে পারে?

তারা আদতেই তা পারে না। এ বিষয়ে কি মুসলমানদের হুঁশ হবে না?

হুঁশ অবশ্যই হতো যদি প্রত্যেকটি আলেম তাদের জানা ইলম্ গোপন না করতেন। ইলম্ গোপন করার কারণেই আজ মুরতাদরাও মুসলমানের মর্যাদা পাচ্ছে এবং মুসলিম সমাজের সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে।

এ দুঃখ আর বলবো কার কাছে? বলবো আল্লাহর কাছেই। এছাড়া এ গরীবের কথা শুনে যে মুসলমানদের হুঁশ ফিরবে তা মনে হয়েও হতে চায় না। তবু ঈমানী দায়িত্ব পালন করার জন্য যা জানি তা অন্য কেউ গোপন করলেও আমি তা গোপন করে পেটে আগুন পুরতে ভয় পাই। আর ভয় পাই বলেই তো রাতের ঘুম নষ্ট করে যখন একটা লোকেরও কোন সাড়া শব্দ নেই তখনও আমি বসে লিখেই যাচ্ছি।

আল-কুরআনের এই আয়াতটা-যে আয়াতে রয়েছে যারা ইলম্ গোপন করে তারা আগুন ছাড়া আর কিছুই খায় না, তারা অবশ্যই আগুন খেয়ে পেট ভর্তি করে-এটা ভাবলেই গা শিউরে ওঠে। ভাবি, চা একটু বেশি

www.pathagar.com

গরম থাকা অবস্থায় যখন ২/১ দিন মুখে দিয়ে ফেলি তখন জিহ্বার আগা জ্বলতে থাকে। একদিন তো হঠাৎ করে একটু মুখে দিলে অনেক লোকের মধ্যে এমন বেওকুফ বনে গেলাম যে, জিহ্বার জ্বালা-পোড়া সইতেও পারি না এবং কাউকে বলতেও পারি না। তখন চিন্তা হয়েছিল এইটুকু গরম চা যখন জিহ্বায় সহ্য হয় না তখন (আল্লাহর কথা তো দিনের আলোর মতো সত্য মনে করি) জাহান্নাম যদি ভাগ্যে জুটে যায় তখন কি অবস্থা হবে? এসব চিন্তা-ভাবনা করেই অসুস্থ অবস্থায়ও কলম ছাড়তে পারি না।

আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, আমি তোমার আগুনকে ১০০% বিশ্বাস করি। আল্লাহ, তুমি দয়া করে সেই আগুন থেকে আমাকে বাঁচাও।

৮. ইলম্ গোপন করার কারণে আমাদের ব্যবসা হচ্ছে এমন যে, আমরা যেন সোনা বিক্রয় করে ছাই কিনে এনে তাতেই খুশি হচ্ছি। এই কারণেই আল্লাহ্ বলছেন যে, তারা (যারা ইলম্ গোপন করে) হেদায়েতের বিনিময়ে গোমরাহী কিনতেছে এবং মাগফিরাত বিক্রয় করে তার বিনিময়ে আগুনের আযাব কিনতেছে।

এ কথা কে কতটুকু বিশ্বাস করে জানি না, তবে আমি একথা তেমনিই বিশ্বাস করি যেমন আমার নিজের অস্তিত্বকে বিশ্বাস করি। আর আল্লাহ বলছেন, তাবা বেহেশতকে বাদ দিয়ে আগুনের উপর ধৈর্য ধরছে। অর্থাৎ বেহে তকে বিক্রয় করে আগুনকেই অনন্তকালের জীবনের জন্য বরণ করে নিচ্ছে। আল্লাহ বলেন, কি বিস্ময়কর তাদের এ সিদ্ধান্ত।

৯. এই জানা কথা গো পন করার কারণে কিছু তালাকী স্ত্রী দ্রুত নতুন স্বামী গ্রহণ করে নিজেও আগুন ক্রয় করছে এবং তার পেটের সন্তানকে আসল উত্তরাধিকারীত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে এবং অন্যায়ভাবে একের ওয়ারেসানা সম্পত্তিতে অন্যের ছেলেকে অংশীদার বানাচ্ছে। এতে উভয় দিকেরই হক নষ্ট করতেছে।

১০. আলেমসমাজের একটা অংশ হক এবং বাতিলকে একসঙ্গে মিশিয়ে ইসলামকে এমন জগাখিচুরী করে ফেলেছে যে, কোনো শিক্ষিত বুদ্ধিমান লোককে তাদের মনের অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে আমাদের হিমশিম খেয়ে যেতে হচ্ছে।

১১. আলেমসমাজের আরেকটা অংশ এমন ফতোয়া দেয়ার কাজে লিপ্ত রয়েছেন যে, বাতিলপন্থীদেরকে তারা 'হকপন্থী' বলে ফতোয়া দিচ্ছেন এবং হকপন্থীদেরকে তারা 'বাতিলপন্থী' বলে প্রচার করছেন। যার ফলে সাধারণ

www.pathagar.com

লোক বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। তারা হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করতে পারছেন না।

১২, ১৯৯১ সনের নির্বাচনের পূর্বে আমি অনেক স্থানে দেখেছি যাদের শ্লোগান ছিল–'জিন্দাবাদে লাথি মারো জয় বাংলা কায়েম করো' তাদেরকে তথাকথিত কিছু আলেম সমর্থন করেছে এবং ইসলামপন্থীদের ভোট দিতে সরাসরি নিষেধ করেছে।

অনেক স্থানে এমনও হয়েছে যে, ইসলামপন্থীদের ফেল করানোর উদ্দেশ্যে অনেক আলেম এমন স্থানে প্রার্থী হয়েছেন যেখানে তারা জানেনই যে, তারা পাস করতে পারবে তো না-ই, কিন্তু ইসলামপন্থীদের কিছু ভোট কাটতে পারবে। এতে 'জিন্দাবাদে লাথি মারোওয়ালারা' জিতে যাবে। নির্বাচনের পূর্বে আমি কয়েক স্থানে সরেজমিনে উপস্থিত হয়ে দেখে এসেছি। সুতরাং এটা কোনো শোনা কথা নয়। প্রকৃতপক্ষে এরা ইসলামের যা ক্ষতি করছে তা অন্যেরা করতে পারছে না।

১৩. ইলম্ গোপন করার কারণেই মুসলমানদের ঐক্যে ফাটল ধরছে আর এই সুযোগেই বাতিলপন্থীরা বলতে সাহস পাচ্ছে যে, হুজুর বাবাগো জুব্বা খোলারও সময় দিবো না। আবার কেউ বলছে, সারা বাংলাদেশে যদি এক কোটি শিবির থাকে তাদেরকে তিন দিনে পায়ে পিষে মেরে ফেলবো। তারা এসব বলার সাহস পায় কি করে?

১৪. ইলম্ গোপন করার কারণে আজ দেশে একদিকে কুরআনী শাসন কায়েম করা যাচ্ছে না, অন্যদিকে দেশে পুরামাত্রায় ২টি শাসন ব্যবস্থা চালু হয়ে গেছে। যথা ঃ ১. মাস্তানদের একটা শাসনব্যবস্থা চলছে, ২. অন্যদিকে সরকারের একটা শাসনব্যবস্থা চলছে।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যেন শুধু সাধারণ লোকই নয়, সরকারও মাস্তানদের কাছে জিম্মি হয়ে গেছে। আমি স্বচক্ষে দেখেছি এই ঢাকা শহরেই সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী পর্যন্ত বৈধ মালিকের নিকট থেকে বাড়ি বা জমি কিনে তা দখল নিতে পারছে না মাস্তানদের টাকা না দেয়া পর্যন্ত। সরকার এ ব্যাপারে কিছুই করতে পারছে না। কারণ মাস্তানদের খুঁটির জোর বড় সাংঘাতিক শক্ত। এর ফলে একদিকে দেশে অরাজকতা ও লুটপাটের রাজত্ব কায়েম হয়েছে এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে দেশ বিদেশীদের কাছে প্রায় বিক্রি হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়েছে। এরপরও আলেমসমাজ মনে করছেন যে, এ ব্যাপারে তাদের কোনো দায়িত্ব নেই।

www.pathagar.com

আমিও বলছি, ঠিক আছে, কিয়ামত আসতে দিন, তারপর দেখবেন এ ব্যাপারে কোনো দায়িত্ব আলেমসমাজের আছে কি নেই।

১৫. ইলম্ গোপন করার কারণে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি সবাই। এমনকি দেশের প্রেসিডেন্ট-প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে একেবারে পুলিশ কর্মচারী পর্যন্ত নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

১৬. ইলম্ গোপন করার কারণে মানুষের জান-মাল, ইজ্জত ইত্যাদি কোনোটারই নিরাপত্তা নেই।

১৭. ইলম্ গোপনের কারণে মানুষ তো দূরের কথা, জীব-জানোয়ার. পশু-পাখিরও জীবনের কোনো নিরাপত্তা নেই। কারণ মানুষ পরের গরু চুরি করে নিয়ে অথবা বিষ খাইয়ে মেরে তার চামড়া তুলে নিয়ে বিক্রয় করছে। অনেক পাখির বংশ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, গোশাপ বা গুইশাপ এখন আর নজরে পড়ে না। ছোটকালে যত ধরনের পাখি দেখতাম তা আর দেখা যায় না। এ সবকিছুই ইলম্ গোপন করার কারণে হচ্ছে। কারণ এ বিষয়েও ইসলামের সতর্ক বাণী রয়েছে।

১৮. একসময় বান্দরবান ও চট্টগ্রামের পাহাড়ী অঞ্চলে পায়ে হেঁটে অনেক পথ অতিক্রম করেছি, তখন দেখেছি বনের গাছগুলিরও জীবনের কোনো নিরাপত্তা নেই।

১৯. আলেমদের আক্কেলের বাহাদুরী দেখেছিলাম ক'দিন ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখল করার পরে। কত যে আলেম প্রেসিডেন্ট সাদ্দামকে একজন বুজর্গ দ্বীনদার, রাসূলের বংশের একজন বীরযোদ্ধা ও মুসলমানদের গৌরব–এমন বলে জুময়ার খুতবার সময় উল্লেখ করেছেন এবং তার জন্য দোয়া করেছেন। আর সেই সময় জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খান সাহেব একদিন সাদ্দামের আসল রূপ তুলে ধরার কারণে তিনি ভোটারদের কাছে হয়ে পড়লেন অদূরদর্শী এবং অযোগ্য ব্যক্তি। আর এখন? এখন তো হুজুরদের জুম্মার খুতবায় সাদ্দাম সম্পর্কে কোনোই মন্তব্য নেই। এইবার ভেবে দেখুন তো আপনাদের সাদ্দাম পীর সাহেব মুসলমানদের ১২টা বাজালো কি করে?

সেহেতু বলছি, কই এখন তো সাদ্দামের জন্য জুমার সময় দোয়া হতে দেখি না। অতএব অদূরদর্শী কি খান সাহেব, না ইমাম সাহেবগণ এবার একটু ভেবে দেখুন।

www.pathagar.com

২০. ইলম্ গোপনের কারণেই দেশের অর্থনৈতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয়েছে। যার কারণে কত যে বনি আদম নিকৃষ্টতম জীবন যাপন করছে তার কোনো হিসাব নেই। আজ দেখা যাচ্ছে কেউ বাস করছে বিশ তলায় আর কেউ বাস করছে গাছতলায়।

২১. ইলম্ গোপন করার কারণে যাকাত সম্পর্কে মানুষ সঠিক ধারণা পাচ্ছে না। ফলে ইসলামী আইন মুতাবিক যাকাত আদায় হচ্ছে না। যাকাত আদায় হলে এখনও বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্যাংকে এবং ব্যবসায়ীদের হাতে ও যাকাতযোগ্য অন্যান্য যে মালামাল দেশে রয়েছে তাতে প্রতি বছর কম করে হলেও একহাজার কোটি টাকা যাকাত হতে পারে। এ অর্থ দিয়ে সর্বহারাদের পুনর্বাসিত করলে মাত্র ২/৪ বছরের মধ্যে বাংলাদেশে একটা ভিক্ষুকও খুঁজে পাওয়া যেত না।

২২. উচ্চ পর্যায়ের আলেমগণের ইলম্ গোপন করার কারণে পৃথিবীর মোট সম্পদের ৬০ ভাগ সম্পদের মালিক মুসলমানরা হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম দেশের অধিকাংশ দেশ আজ গরীব। এইসব ধনী মুসলমানরা ইচ্ছা করলে পৃথিবীর একটা মুসলমানও গরীব থাকতো না।

২৩. অপব্যয়ের পরিণতি সম্পর্কে মুসলমানদের হুঁশিয়ার না করার কারণে একদিকে মুসলমানদের রান্না করা খাবার ডাস্টবিনে নষ্ট হচ্ছে অন্যদিকে একজন মুসলমান ভাতের অভাবে না খেয়ে মরছে। মুসলমানের লাখ লাখ কোটি কোটি ডলার একদিকে পুড়ে নষ্ট হচ্ছে অন্যদিকে তারা খাদ্যের অভাবে না খেয়ে মরছে।

২৪. মুসলমান আলেমদের ইলম্ গোপন করার কারণে কত লোক যে জাহান্নামের পথ ধরেছে তার কোনো লেখাজোকা নেই।

২৫. ছোটকালে আমরা যা কোনোদিন কল্পনাও করিনি তা আজ হালাল হয়ে গেছে। আর পর্দার নামমাত্র নেই। কোনোদিন কল্পনা করিনি যে, মুসলমানদের মেয়েরা বক্তা হয়ে প্রকাশ্য ময়দানে বক্তৃতা দিবে আর হাজার হাজার মুসলমান তাদের বক্তৃতা শুনবে। বরং ছোটকালে দেখেছি কোনো মুসলমানের মেয়েদের যদি কোর্টে কোন সাক্ষ্য দিতে হয়েছে তাহলে কোর্টের হাকিমের বা উকিলের কথার জবাব দিলে তার আওয়াজ হাকিমের কান পর্যন্ত পৌঁছতো না, বারবার জিজ্ঞাসা করতে হয়েছে। এমনকি একজন তাদের (মহিলাদের) আত্মীয়দের ভিতর থেকে কেউ মুখের কাছে কান নিয়ে

www.pathagar.com

শুনেছে এবং সে লোক বলে দিয়েছে যে, এই কথা বলেছে। আর বর্তমানে তাদের মুখের কাছে কান নিয়ে মহিলাদের কথা শুনতে হচ্ছে না, বরং পুরুষদের চাইতেও দাপটে তারা কানফাটানো বক্তৃতা করছে।

আমি বলতে চাই, এসব হচ্ছে একমাত্র আলেমদের ইলম্ গোপন করার কারণে। আর আলেমসমাজ এর বিরুদ্ধে কিছু না বলার অর্থ হলো একে স্বীকৃতি দেয়া।

মহিলাদের যেখানে শব্দ করে নামায পড়া পর্যন্ত নিষেধ করা হয়েছে, জোরে কুরআন তেলাওয়াত পর্যন্ত নিষেধ, সেখানে কানফাটানো বক্তৃতা কি করে জায়েয হয়? জায়েজ করছেন তো ইমাম সাহেবরাই। আর তাদের বক্তৃতা বড় বড় জাঁদরেল আলেম সাহেবরা পর্যন্ত হা করে শোনেন।

আমি কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো মহিলার বক্তৃতা শুনিনি তাতে তো আমার চলছে, কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

অন্যদিকে মহিলার বক্তৃতা শুনতে কত ঢিলে জামা-টুপিওয়ালাদের আসতে দেখে মনে মনে ভাবি, মহিলারা না হয় লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে বসে আছে, কিন্তু দাড়ি-টুপিওয়ালা নামাযী মুসলমান তারাও কি তাদের লজ্জার মাথা খেয়ে বসে আছে?

২৬. আজ সম্ভ্রান্ত মহিলাদের পুলিশ বা আনসার হওয়াও জায়েয হয়ে গেছে। আজ কোর্টের বিচারক পর্যন্ত মহিলা। আমি বোকার মতো একটা কথা ভাবি। ভাবি, যে বিচারের রায় পড়ে শোনানোর সময় যদি প্রসববেদনা শুরু হয়ে যায় তাহলে উপায়টা কি হয়?

হ্যাঁ, তবে এখন বৈজ্ঞানিক পন্থায় টের পাওয়া যাচ্ছে যে, কত সময়ের মধ্যে খোদায়ী বিধান মুতাবিক বিপদ মুহূর্ত এসে পড়বে। বিষয়টা ডাক্তাররা পূর্বেই বলে দিতে পারছেন, নইলে তো ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবাদের আসলেই খোদায়ী বিধান মুতাবিক বিপদে পড়তে হতো। এই বিজ্ঞানের যুগে আল্লাহ কিছুটা বাঁচার পন্থা করে দিয়েছেন, নইলে তো বিপদের কোনো সীমা-পরিসীমা থাকতো না।

২৭. দেশে যত ইসলাম বিরোধী কাজ হচ্ছে তার প্রত্যেকটি কাজের জন্য মূল দোষী ব্যক্তি খুঁজতে গেলে আলেমসমাজের নাম পয়লা নম্বরেই এসে যাবে। আজ ইমাম সাহেবগণ যদি ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত

www.pathagar.com

ব্যক্তিদের বাড়ি দাওয়াত খাওয়া এবং তাদের জানাযা পড়া বন্ধ করে দিতেন তাহলে দেখতেন এক সপ্তাহ সময় লাগতো না সব অপকর্ম বন্ধ হয়ে যেত।

কিন্তু পরের বাড়ির মজাদার খানা এবং টাকার লোভ ছাড়তে পারবেন কি তারা? যদি পারেন তো ভালো, নইলে আগুন পেটে ভর্তি করেই কবরে যেতে হবে।

আশা করি হক কথায় কেউ কিছু মনে করবেন না, আর মনে করলে আল্লাহর ওয়াস্তে মাফ করে দিবেন। তবে ঢালাওভাবে ইমাম ও আলেম সাহেবদের দোষী করতে চাই না, তাদের দোষ-ত্রুটির পিছনে কিছু বাস্তব কারণ আছে সেগুলিও বলা দরকার। যথা ঃ

১. ঈমাম সাহেবদের কিছু বাস্তব অসুবিধাও আছে। তাদেরকে চাকরি করতে হলে তাদের হতে হবে একেবারে স্বচ্ছ রংবিহীন পানির মতো। যে পানিকে যে রংয়ের গ্লাসে রাখা হবে সেই গ্লাসের রংই ধারণ করবে। কারণ তার নিজস্ব কোনো রং নাই। পাত্রের রং-ই তার রং। অর্থাৎ তিনি যাদের ইমামতি করেন তাদের মধ্যে থাকেন সব ধরনের মতবাদের লোক। সুতরাং ইমাম সাহেবের চাকরি রক্ষার্থে যখন রাশিয়াপন্থীদের বাড়িতে দাওয়াত খেতে যান তখন তাকে পুরোপুরি রাশিয়ান হতে হয়। পরে যখন তিনি বি,এন,পিপন্থীদের বাড়িতে দাওয়াতে যান তখন তিনি পুরোপুরি বি.এন.পি হয়ে যান। এভাবে যখন যে গ্রুপের বাড়িতে যান তখন সেই গ্রুপেরই লোক তাকে সাজতে হয়, নইলে তার চাকরি থাকে না।

সুতরাং তিনি যেখানে যান সেখানেই যেয়ে চাকরি রক্ষার্থে এমন ভাব দেখান যে, তিনি তাদেরই লোক। আর এটা তাকে করতেই হবে, কারণ তাকেও তো খেয়ে-পরে বাঁচতে হবে। মাওলানাদের চাকরি পাওয়া তো সহজ নয়।

২. যারা মাদ্রাসায় চাকরি করেন তাদেরকে মাদ্রাসা কমিটির রংয়ে রঞ্জিত হতে হয়। কারণ তাদেরও ঐ একই সমস্যা।

৩. যারা ওয়াজ করেন তাদেরকে এমনভাবে ওয়াজ করতে হয় যেন ওয়াজে কেউ বেজার না হয়। কারণ তাদেরও তো খেয়ে-পরে বাঁচার চিন্তা আছে। ওয়াজ বন্ধ হলে তার বিবি-বাচ্চা বাঁচবে কি খেয়ে?

এ চিন্তা না করেইবা উপায় কি? কারণ 'রিজিকের মালিক আল্লাহ'–এ কথা তারা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে না। 'রিজিকের মালিক আল্লাহ'–এটা

www.pathagar.com

যদি আমরা মন থেকে বিশ্বাস করতে পারি তাহলে একজন আলেমকেও না খেয়ে থাকতে হবে না।

এই বিশ্বাসটা শুধু মুখে স্বীকার করার বিষয় নয়, বাস্তবে এর প্রমাণও হাজির করা দরকার। আমার কথামতো একটু শক্ত হয়ে দেখুন তো আল্লাহর সাহায্য পান কি না। এরপর অনুরোধ, আপনারা জানা ইলম্ গোপন করে দেশটাকে জাহান্নামে পরিণত করবেন না।

আলেমদের মধ্যে গণ্য হবেন কারা?

মানুষ সাধারণতঃ দুটো ইন্দ্রিয় দ্বারা বেশি বেশি জ্ঞান লাভ করে। এছাড়া প্রকৃতপক্ষে পঞ্চইন্দ্রিয়ই জ্ঞান লাভের মাধ্যম। তবে কিছু জ্ঞান আছে যা পঞ্চইন্দ্রিয়েরও বাইরে। সেগুলো বাদ দিয়ে দুটো ইন্দ্রিয়ের কথাই এখানে বলতে চাই। যথা ঃ

১. চোখ দিয়ে দেখে জ্ঞান লাভ এবং ২. কান দিয়ে শুনে জ্ঞান লাভ।

মানুষ এই দুই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞান লাভ করে। তা কুরআন-হাদীস পড়েও যেমন জ্ঞান লাভ করা যায় (অবশ্য যারা কুরআন-হাদীস নিজে পড়ে বুঝার যোগ্যতা রাখেন) তেমনি কানে শুনেও জ্ঞান লাভ করা যায়, যেমন – যারা নিজে পড়ে বুঝার মতো মাদ্রাসা শিক্ষা অর্জন করেননি, কিন্তু আলেমদের নিকট থেকে শুন শুনে কুরআন-হাদীসের জ্ঞান লাভ করেছেন তারাও আলেমদের মধ্যে গণ্য হবেন।

যেমন ধরুন আমি একখানা বইয়ে পড়ে দেখলাম যে, এন্ড্রিন এক ধরনের বিষ, এটা ফসলের পোকা মারার জন্য ব্যবহার করা হয়। কিন্তু কোনো মানুষ যদি তা কিছুটা খেয়ে ফেলে তবে সে মানুষটাও তখনই মারা যাবে। ধরুন এটা আমি পড়ে শিখলাম, আর আপনি যদি পড়তে না-ও জানেন, কিন্তু আমার পড়াটা যদি কানে শোনেন তাহলে আমি চোখে বইতে লেখা দেখেও ঠিক যেটুকু বুঝলাম আপনি শুনেও ঠিক ততটুকুই বুঝলেন। সুতরাং বইয়ে পড়ে আর কানে শুনে যদি এন্ড্রিন সম্পর্কে একই জ্ঞান লাভ হতে পারে তাহলে কুরআন-হাদীস পড়ে এবং শুনে একই জ্ঞান লাভ হবে না কেন?

অবশ্যই তা হবে। অতএব ইলম্ হাসিলের জন্য পড়া শর্ত নয় বরং জানাটাই শর্ত। এই অর্থে যারাই জানেন তারাই আলেম।

www.pathagar.com

ইলম্ গোপন করায় যা ক্ষতি হয় ও হয়েছে

বাংলাদেশে প্রায় আড়াই লাখ মসজিদ রয়েছে। এতে কমপক্ষে আড়াই লাখ ইমাম রয়েছেন। কমপক্ষে বললাম এই জন্য যে, কোনো কোনো মসজিদে একাধিক ইমামও রয়েছেন। রয়েছেন আড়াই লাখ মুয়াজ্জিন। আর টাইটেল পাস মাওলানা রয়েছেন প্রায় ২ লাখ এবং ফাজেল পাস, আলেম পাস, দাখেল পাস ও অপাস আলেমের সংখ্যা সব মিলিয়ে কমপক্ষে ১০ লাখ তো হবেই।

আরও রয়েছে অনেক পীর সাহেব। আমার মনে হয় আলেম পীরের সংখ্যা সারা বাংলাদেশে ২০/২৫ জন তো অবশ্যই হবেন যাদের হাজার হাজার মুরীদ আছেন। আর বে-আলেম পীরের সংখ্যা তো ব্যাপক অনেক এলাকায় দেখেছি এমন কোনো ইউনিয়ন নেই যেখানে কমপক্ষে একজন পীরও নেই।

এভাবে বে-আলেম ক্ষুদে পীরের সংখ্যা কম হলেও ৪/৫ হাজার হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাঁরা যদি সত্যিই তাদের জানা একটি মাত্র মাসয়ালা তাদের মুরীদ ও ভক্তদের স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতেন যে, কোনো মহিলা হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা)-এর মতো বড় আলিমা হলেও তিনি ইমামতি করতে পারেন না এবং মহিলার জন্য ইমামতি জায়েয নেই, তাহলে এসব আলেম পীর-মাশায়েখদের ভক্তরা অবশ্যই এ সহীহ্ ফতোয়া মেনে নিতেন। আর মেনে নিলে অবশ্যই প্রায় ২/১ কোটি মানুষ যার মধ্যে অন্ততঃ ১০/১২ লাখ আলেম ও পীরসহ ইমাম-মুয়াজ্জিনও রয়েছেন, তাঁদের প্রধান ইমাম ও সানি ইমাম অবশ্যই মহিলা হতো না। অবশ্যই প্রধান ইমাম ও সানি ইমাম পুরুষ এবং আলেম হতে পারতেন।

তাঁরা এই জানা ফতোয়া গোপন করার কারণে অন্যান্যদের সঙ্গে ১০/১২ লাখ আলেম, পীর-মাশায়েখ ও ইমাম, মুয়াজ্জিন, মুক্তাদীর প্রধান ও সানি ইমাম উভয়েই মহিলা। কমপক্ষে এই একটি মাত্র ইলম্ গোপন করার কারণে আল্লাহ তা সইলেন না। যে এলাকায় আলেমের সংখ্যা বেশি সেই এলাকায়ই নেমে এলো আল্লাহর গজব। আমার জানা মতে চাটগাঁর কোনো কোনো উপজেলা এমনও রয়েছে যেখানে এমন কোনো বাড়ি নেই যে বাড়িতে ২/১ জন আলেম নেই। আর নোয়াখালীর অবস্থাও তাই। বরং নোয়াখালীর আলেম সারা বাংলাদেশে এমনভাবে ছড়িয়ে রয়েছেন যে,

www.pathagar.com

এমন কোনো থানা নেই, যে থানায় নোয়াখালীর আলেম শিক্ষক বা ইমাম হিসেবে নেই।

এমনকি আমি ১৩ বছর বয়সে যখন কলকাতায় পড়তে গেলাম যেখানে জামায়াতে দহম থেকেই প্রথম পড়া শুরু করলাম, সেখানে গিয়েও পেলাম নোয়াখালীর ওস্তাদ, তাঁর নাম ছিল হযরত মাওলানা নিয়ামতুল্লাহ্ সাহেব। জানি না তিনি কোন্ উপজেলার এবং তিনি এখনও বেঁচে আছেন কি নেই। তবে তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন আর আমিও তাঁকে খুবই শ্রদ্ধা করতাম। কারণ তিনিই ছিলেন একটানাভাবে প্রত্যেক জামায়াতে আরবী ব্যাকরণের (নাহু সরফের) ওস্তাদ। সুতরাং দেখা গেল ৯১-এর যে নির্বাচনে আমাদের ইমাম নিয়োগ করলাম ঐ নির্বাচনের পরেই ঐ আলেমদের এলাকাতেই নেমে এলো আল্লাহর গজব। শুরু হলো পূর্বের চাইতেও অনেক গুণে বেশি সন্ত্রাস। ইউনিভার্সিটিগুলো হলো বন্ধ। মাত্র দেড়শত মাস্তানের হাতে জিম্মি হলো ২৮ হাজার নিরীহ ছাত্র-ছাত্রী ছাড়াও শয়ে শয়ে শিক্ষক। উচ্চ শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হলো। আরো হচ্ছে অনেক কিছুই যা আমি একা দেখছি না, দেখছে অনেকেই। এর পিছনে যে আল্লাহর ইচ্ছা নেই তা বলার ক্ষমতা কারো বাবারও নেই। এই হলো 'কিতসানে ইলম্' বা ইলম্ গোপন করার বাস্তব ফলাফল। এ সত্য কেউ অস্বীকার করবেন কি?

আরো একটা মজার খবর না বলে পারছি না, তাহচ্ছে এই যে,

১. এইমাত্র কিছু দিন পূর্বে বেশ কিছুদিন পর্যন্ত এক ইমামের পিছনে নামায পড়লাম, কিন্তু ধরতে পারলাম না তিনি কোন্ গ্রুপের সমর্থক। দেখি তিনি সব গ্রুপের সঙ্গে সমানভাবে মেলামেশা করেন।

এরপরে আমি একদিন সাহস করে জিজ্ঞেস করেই ফেলাম যে, হুজুর, আপনি কোন্ দলের সমর্থক (তিনি জানতেন যে, আমি কোন্ দলের সমর্থক)?

তিনি ছোট্ট আওয়াজে কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, আপনি যে দলের আমিও সেই দলের। তবে যেহেতু সব দলের লোকেরই ইমাম আমি সেই কারণে সবার সাথে সমানভাবে তাল দিয়ে চলতে হয়।

অর্থাৎ তার কথায় প্রমাণ হলো ইমামের কথা মুক্তাদীদের শুনতে হবে এমন নয়, বরং মুক্তাদীদের কথাই ইমাম সাহেবদের শুনতে হয় (অবশ্য ২/১ জায়গায় এর ব্যতিক্রমও আছে)। এটাকে আরো একটু সহজভাবে বলতে হলে বলতে হয়, ইমামগণের অধীনে মুক্তাদী নয় বরং মুক্তাদীদের অধীনে ইমাম সাহেবগণ।

www.pathagar.com

এর বছর দুই আগের কথা বলছি, একজন পীর সাহেব, যাকে আমি সত্যিই একজন জিহাদী পীর মনে করি, তিনি মনে মনে একটা ইসলামী দলকে সমর্থন করেন। এটা তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার কারণে জানতে পেরেছিলাম।

তাই তাঁকে একদিন বললাম, আপনি মনে মনে যা সমর্থন করেন তা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করে দিন যে, আমি অমুক দলকে সমর্থন করি।

তিনি বললেন–'দেখুন আমি পীর মানুষ, সব দলের লোকই আমার মুরীদ আছে। তারা কিছু না হলেও আমার কাছে আসে এবং আমি তাদের হেদায়াত করার একটা সুযোগ পাই। কিন্তু যদি কোনো দলের সমর্থক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যাই তাহলে আজ যাদের দুটো দ্বীনের কথা শুনানোর সুযোগ পাচ্ছি তা ভবিষ্যতে আর পাবো না।'

দেখলাম তাঁর কথার মধ্যে একটা যুক্তি তিনি খাড়া করিয়েছেন যা ঠেলে ফেলে দেয়ার মতো নয়। দেখলাম তাঁর যুক্তিটা একদিকে যেমন গ্রহণযোগ্য ভালো যুক্তি, তেমনি তার পাশাপাশি এটাও সত্যি যে, তাঁর মুরীদদের তিনি ভবিষ্যতে দ্বীনের পথে আনার সুযোগ পাবেন এই আশায় 'মহিলা যে পুরুষের ইমাম হতে পারে না' সে কথাটা তিনি বলতে সাহস পাননি।

এভাবে অনেকেই আমরা দ্বীনের স্বার্থে ইখ্‌লাসের সঙ্গেই ইলম্ গোপন করে যাচ্ছি। যার ফলে আজ প্রায় ১৪ কোটি মানুষের প্রধান ইমাম ও সানি ইমাম উভয়ই মহিলা। আর আমাদের আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ, ইমাম-মুয়াজ্জিন সবাই তাদের পিছনে মুক্তাদী। আর এর শেষ ফল যে আল্লাহর ভাষায়–'তাদের জন্য রয়েছে পরকালে ভীষণ আযাব' আর তা আমি জেনেও যদি না বলি তবে আমিও যে ঐ দলভুক্ত হবো। সেই ভয়েই আমার এ কথাগুলি বলা, অন্যকোনো কারণে নয়।

ইমাম সাহেবানদের প্রতি আমার নিবেদন

আপনারা কি আপনাদের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন? জানেন 'ইমাম' অর্থ কি? জানেন 'ইমাম' শব্দটি কাদের নামের সাথে যোগ করা হয়? যাদের নামের সঙ্গে 'ইমাম' শব্দ যোগ করা হয় তারা তো হচ্ছেন ঃ

- ✪ হযরত ইমাম হাসান (রা)।
- ✪ হযরত ইমাম হুসাইন (রা)।

www.pathagar.com

✪ হযরত ইমাম বুখারী–আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারী (র)।

✪ হযরত ইমাম মুসলিম–আবুল হুসাইন মুহাম্মদ ইবনে হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম নিশাপুরী (র)।

✪ হজরত ইমাম তিরমিযী–ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র)।

✪ হযরত ইমাম আবু দাউদ –ইমাম আবু দাউদ সাজিস্তানী (র)।

✪ হযরত ইমাম নাসায়ী–ইমাম আহমাদ ইবনে শোয়াইব নাসায়ী (র)।

✪ হযরত ইমাম ইবনে মাজাহ–ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে মাজাহ্ কাজবীনি (র)।

✪ এরপর ৪ মাজহাবের ৪ ইমাম এবং তাদের ছাত্রদেরও বলা হয় ইমাম। আপনাদের মর্যাদা তেমন হওয়া উচিত। তাঁরা যদি হক কথা না বলতেন তাহলে ইসলাম কি আমাদের পর্যন্ত পৌঁছতো? এসব বিষয় একটু চিন্তা করে দেখুন।

এরপর আরো একটা কথা আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই, তা হচ্ছে জনগণের ভোটেই একজন প্রেসিডেন্ট হন, কিন্তু প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরে তিনি আর জনগণের অধীন থাকেন না বরং যে জনগণের ভোটে প্রেসিডেন্ট হন সেই জনগণই পরে ঐ প্রেসিডেন্টের অধীন হয়ে যায়।

প্রেসিডেন্ট কোনোদিন জনগণের অধীন হয় না। ঠিক তেমনি কমিটির ইচ্ছায় আপনি মসজিদের ইমাম, কিন্তু ইমাম হওয়ার পরে আর আপনি কমিটির অধীন নয়। বরং কমিটিই আপনার অধীন এ কথা ভুলে গেলে ইসলামের বারোটা বাজিয়ে ছাড়বেন।

আপনি যে মসজিদের ইমাম সেই মসজিদের মহল্লার উপর আপনিও একজন প্রেসিডেন্ট। আপনার নির্দেশিত (কুরআন-হাদীসভিত্তিক) অনুশাসন আপনার মহল্লার লোকে মানতে বাধ্য থাকবে। আপনি তাদের মন যুগিয়ে চলতে বাধ্য নন। এরপর যদি আপনাকে তারা সহ্য করতে না পারে এবং ইমামতি ছিনিয়ে নেয় তবে অন্যকোনো ইমাম যেন তারা না পায়। তাহলে দেখবেন আপনাদের ধর্মীয় নির্দেশ মুতাবিক তারা চলতে বাধ্য হবে।

এভাবে বাংলাদেশের আড়াই লাখ ইমাম-মুয়াজ্জিন ভাবতে শিখুন যে, আমি আল্লাহর প্রতিনিধি, আমি কমিটির চাকর নই। এতে যদি আড়াই লাখ ইমামের চাকরি চলে যায়, চলে যাক। রিজিকের মালিক মানুষ নয়, রিজিকের মালিক হলেন আল্লাহ।

www.pathagar.com

আপনি হক কথা বলুন, এতে চাকরি গেলে আপনি বিশ্বাস রাখুন যে, যিনি রিজিকের মালিক তার ক্ষমতা কিছুমাত্র কমে যায়নি। তিনি অবশ্যই আপনার রিজিকের ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু দয়া করে কমিটির মন যুগিয়ে চলার চিন্তা-ভাবনাটা মন থেকে মুছে ফেলে দিন। তাহলে দেখবেন বাংলাদেশে কুরআনী আইন কায়েম হতে বেশিদিন সময় লাগবে না।

এরপর বলবো, সমাজ আপনাদের বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত করে দিয়ে ক্ষতি করছে ইসলামেরই। এ উপলব্ধিটা আপনাদের সৃষ্টি হোক আমি কামনা করি। কামনা করি যে, নিজের জীবনটাকে জিহাদী বা সংগ্রামী জীবন হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করুন। রাসূল (সা)-এর চলার পথের মতো পথে চলার জন্য মনকে প্রস্তুত করে নিন। দেখুন রাসূল (সা)-এর চলার পথ ছিল কোন্‌খান দিয়ে। সে পথ কি বদর, ওহুদ, হুনাইন, খাইবার, তাবুক ইত্যাদি যুদ্ধের মাঠের ভিতর দিয়ে ছিল না? কিন্তু আমাদের চলার পথে যুদ্ধের মাঠ নেই কেন, তা কি একটু ভেবে দেখবেন?

ইমাম সাহেবান ও ওয়ায়েজীনদের প্রতি আমার বৃদ্ধ বয়সের আকুল আবেদন

আপনারা অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন পৃথিবীর অন্যকোনো দেশ না হলেও বাংলাদেশের মুসলমানগণ আপনাদের কথা শোনে। আপনারা যখন বলেন, টঙ্গী চলো, হজ্জের সওয়াব পাবে। তখন মানুষ আপনাদের পিছনে পিছনে টঙ্গী যায়।

আপনারা বলেন, আটরশি চলো, মনের বাসনা পূর্ণ হবে। জনগণ আপনাদের কথা শুনে দলে দলে আটরশি যায়।

আপনারা যখন বলেন, নাযাত যদি পেতে চাও, তবে শর্ষীনায় চলো। মানুষ দলে দলে শর্ষীনায় যায়।

আপনারা বলেন, নাযাত পেতে হলে বায়তুশ শরফ চলো। মানুষ আপনাদের কথামতো বাইতুশ শরফ যায়।

আপনার বলেন, চরমোনাই চলো, নাযাত পাবে। মানুষ দলে দলে চরমোনাই যায়।

আপনারা বলেন, জামায়াতে ইসলামী একটা বাতিল দল। আপনাদের কথা শুনে অনেকেই জামায়াতকে ভোট না দিয়ে কাট্টা মুরতাদকেও ভোট দেয়। এভাবে চিন্তা করে দেখুন, জনগণ আপনাদের কথা কখন শোনে না, শোনে সবক্ষেত্রেই। শোনে বলেই তো আপনাদের সহযোগিতায়

www.pathagar.com

একটা মুসলিম রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী মহিলা। কাজেই এ কথা আপনারা বলতে পারবেন না যে, জনগণ আপনাদের কথা শোনে না।

তবে জনগণকে বিভ্রান্ত করেন আপনারাই। এক একজন এক এক রকম বলেন। ফলে জনগণ বুঝে উঠতে পারে না যে, কে ঠিক বলছেন আর কে বেঠিক বলছেন। এতে যদি জনগণ বিভ্রান্ত হয়ে বেহেশতের পথ ছেড়ে দোযখের পথ ধরে তবে দোযখী তারা ঠিকই হবে, কিন্তু আপনাকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরবে যে, আপনি তাদের হাত থেকে ছুটতে পারবেন না। তারা জাহান্নামে ঢুকলে আপনাকে ছেড়ে যাবে না। তারা বলবে, আপনাদের কথামতো আমরা চলেছি, আমাদের কি দোষ?

সুতরাং ঝোঁকের বশবর্তী হয়ে বা কোনো দুনিয়াবী স্বার্থের কারণে বা কোনো বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে এমন কিছু বলা থেকে বিরত থাকা উচিত যেন আপনার কথায় কেউ দোযখের পথ না ধরে।

আমি একশত ভাগ বিশ্বাস করি যে, আপনারা চাইলে ৯১-এর নির্বাচনেই দেশে কুরআনী শাসন কায়েম হয়ে যেত। এটা হতে পারেনি আপনাদের উল্টা-পাল্টা ওয়াজের কারণেই। আপনারা যে বিষয়ে ভালোভাবে তাহকীক না করে শুধু একজন কি বললো আর তার কথামতো আপনিও তার সুরে সুর মিলিয়ে একটা ফতোয়া দিয়ে ফেললেন। এটা ঠিক না বেঠিক তা আপনারা একটু ধীর-স্থির মাথায় চিন্তা করে বলবেন বলে আমি আশা করি।

আপনারা অবশ্যই দেখেছেন নৌকার মাঝির কারণেই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নৌকা ডোবে। এতে নৌকার যাত্রীদের সাথে মাঝিও ডুবে মরে। ঠিক তেমনি আমি বিশ্বাস করি আপনারা সবাই নৌকার মাঝি। আপনার কারণে যদি নৌকা ডোবে তবে যাত্রীদের অবস্থা আর আপনার অবস্থা একই রকম হবে। তাই বলি, আপনি যে মহল্লার ইমাম ঐ মহল্লার মানুষকে আপনি ইচ্ছা করলে দরিয়া পার করে বেহেশতেও পাঠাতে পারেন আবার ইচ্ছা করলে তাদের সবাইকে সাথে নিয়ে দোযখের পথও ধরতে পারেন।

আরেকটি কথা বলবো যা হবে আজকের মতো শেষ কথা। তা হচ্ছে এই যে, ঝোঁকের বশবর্তী হয়ে মেহেরবানী করে কিছু বলে ফেলবেন না।

একটা বাস্তব উদাহরণ দিয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দেখুন তো আপনারাই সাদ্দামের কুয়েত দখলের পরে তার কত প্রশংসা করেছেন, তার জন্য জুময়ার নামাযশেষে মুনাজাত করেছেন, তারপর আপনাদের সেই মুখই কয়দিন পরে বন্ধ হয়ে গেল।

www.pathagar.com

এখন চিন্তা করুন, একমাত্র সাদ্দামের কারণে মুসলমানদের কি পরিমাণ সম্পদ নষ্ট হলো আর কুয়েতী টাকায় নির্মিত মসজিদে নামায আদায় করতেছিলেন আর সাদ্দামের জন্য দোয়া করতেছিলেন। এখন আপনি একটু গিয়ে দেখে আসুন যে, মুসলমানদের কি পরিমাণ ক্ষতি সাধন করেছে আপনাদের সেই গর্বের সাদ্দাম। যার ব্যাপারে ভুল ভাঙতে দেরি লাগেনি। ভুল ভেঙ্গেছে। এভাবেই জামায়াতের ব্যাপারেও যে ভুল ধারণা আপনাদের মনে বিরাজমান আজ হোক আর কাল হোক, সে ভুল একদিন ভাঙবেই।

আমি বলি না আপনারা অমেধাবী আলেম, আমি বলি আপনি যদি মনটাকে নিরপেক্ষ করে নেন, তবে আপনিই বলবেন জামায়াতে ইসলামী ৷ ান্ ভূমিকায় কাজ করে যাচ্ছে।

আমি একটা মাত্র উদাহরণ দিচ্ছি, আমিই একদিন 'পৃথিবী স্থির'-এর পক্ষে জোরালো যুক্তি দিয়েছিলাম। পরে আবার চিন্তা করলাম আমার যুক্তি কি ঠিক না বেঠিক? এরপরে দেখলাম পৃথিবী ঘোরার পক্ষে আরো এমন জোরালো যুক্তি রয়েছে যা পূর্বে আমার মাথায় ধরেনি। সেহেতু পরে আমিই আমার প্রথম যুক্তিকে আমার পরবর্তী চিন্তা দ্বারা খণ্ডন করে তার উপর বইও লিখলাম। ঠিক তেমনি যে যুক্তিতে আপনি জামায়াতে ইসলামীকে বদনজরে দেখছেন আরোএকটু চিন্তা-ভাবনা করলে আপনার পরবর্তী যুক্তি পূর্বের যুক্তিকে খণ্ডন করে দিবে। এর বহু নজির জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানকারী আলেমদের মধ্যেই রয়েছে।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গে একটা প্রশ্নের জবাব

এ প্রসঙ্গে আরো একটা কথা না বললে মনটায় শান্তি হচ্ছে না। তা হচ্ছে এই যে, আমি নিজে নিজেই নিজের মধ্যে একটা রোগ সৃষ্টি করে ফেলেছি আর তা হলো 'সওয়াল-জওয়াব' নামক বই লেখাটা। সেহেতু কোন্ প্রশ্ন আমার কাছে মানায় আর কোন্ প্রশ্ন মানায় না তা বিবেচনা না করেই মানুষ আমাকে প্রশ্ন করে, জামায়াতে ইসলামী কেন মহিলাকে সমর্থন দিলো?

এ প্রশ্ন আমাকে করা মানায় না, কারণ আমি একজন ব্যক্তি মাত্র এবং এমন একজন ব্যক্তি যে জামায়াতে ইসলামী কর্তৃক এমন কোনো ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি নই যে, জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করলেই আমি তার জবাব দেয়ার জন্য বাধ্য।

www.pathagar.com

তবে যেহেতু লোকে আমাকে জামায়াতে ইসলামীর লোক হিসেবে জানে এবং আমি নিজেও তা অস্বীকার করি না, সুতরাং আমাকে কোনো মাহফিলে ওয়াজ করতে বা তাফসীর করতে দেখলেই আমার উপর প্রশ্নবাণের আক্রমণ না করে প্রায় জায়গা থেকেই ছাড়ে না। আর সাম্প্রতিককালে প্রধান আঘাত করে এই প্রশ্ন দিয়ে যে, জামায়াতে ইসলামী কেন মহিলাকে সমর্থন দিলো?

অনেকে বলেন, জামায়াতে ইসলামী যতটুকু সুনাম অর্জন করেছিল এবার মহিলাকে সমর্থন দিয়ে তা হারিয়ে ফেলেছে। এভাবে যার যা খুশি বলেন। আর আমি যে বোবার মতো শুনেই যাবো তার কোনো জবাব দেবো না এটা তো উচিত নয়, তাই জবাব দেই।

তবে আমার জবাব আমার পক্ষ থেকেই, এটা জামায়াতে ইসলামীর জবাব নয়। কিন্তু এটা হওয়ার সম্ভাবনা আছে যে, আমার জবাব হয়ত জামায়াতে ইসলামীর জবাবের সাথে মিলেও যেতে পারে। আর যদি না মেলে তবে আমি তার জন্য দায়ী নই। কারণ জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে কোনো প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্য আমি কোনো ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি নই।

এবার আমার পক্ষ থেকে যে জবাব আছে তাই বলছি। বলার পূর্বে ইসলামে একটা পুরাতন ইতিহাস আগে স্মরণ করাতে চাই। তা হচ্ছে এই যে, হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় রাসূল (সা) এমন কিছু বুঝেছিলেন যার জন্য কুরাইশ কাফেরদের দেয়া শর্ত রাসূল (সা) মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু কোনো সাহাবীই তা মানতে রাজি হন নাই। কারণ সাহাবীদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ইখ্লাসের সঙ্গে তারা মনে করেছিলেন যে, এমন অপমানজনক শর্তে আমরা কিছুতেই চুক্তি করতে পারি না।

অন্যদিকে খোদ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা) বুঝেছিলেন যে, সাহাবীগণ যেটা অপমানজনক শর্ত মনে করছেন তার মধ্যেই রয়েছে মুসলমানদের জন্য বিরাট কল্যাণ। এ কল্যাণের বিষয়টা কিন্তু সাহাবীদের জ্ঞানে ধরা পড়েনি। ঠিক তদ্রূপ জঙ্গে সিফ্ফিন ও জঙ্গে জামালে দুই পক্ষেই আশারায়ে মুবাশশিরীন ছিলেন, তাঁদেরও এক পক্ষের চিন্তা ভুল ছিল এবং অন্য পক্ষের চিন্তা সঠিক ছিল। কিন্তু প্রথম দিকে উভয় পক্ষই মনে করেছিলেন যে, তাঁরা সঠিক চিন্তার উপর আছেন।

তাই বর্তমানে যারা জামায়াতে ইসলামীর ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছেন তাদেরও এ কথা মনে করা উচিত নয় যে, তাদের চিন্তাই চূড়ান্তভাবে ঠিক।

www.pathagar.com

তাদের চিন্তা মুতাবিক মহিলাকে সমর্থন দেয়া জামায়াতের ঠিক হয়নি। তবে একথা কিন্তু সবার চিন্তা নয়, কারো কারো চিন্তায় এটা ঠিকই হয়েছে বলে মনে করেন। এইবার শুনুন আমার পক্ষ থেকে জবাব ঃ

১. রাজনৈতিক প্রজ্ঞা একটা ভিন্ন ব্যাপার যা রাজনীতি না করে অর্জন করা যায় না। সেহেতু বলা যায়, জামায়াতে ইসলামী বিএনপিকে নিঃশর্ত সমর্থন দিয়ে এ জোটের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে দিয়েছে :

২. নির্বাচনের সময় জামায়াতে ইসলামী এমন সংখ্যক প্রার্থী দিয়েছিল যে সংখ্যার প্রার্থী পাস করলে জামায়াতে ইসলামীই সরকার গঠন করতে পারতো। কিন্তু জনগণ নৌকা ঠেকানোর জন্য জামায়াতে ইসলামীর বহু সমর্থক ধানের শীষে ভোট দিয়েছেন।

৩. জামায়াতে ইসলামী সকল ইসলামী দল নিয়ে একটা ঐক্যফ্রন্ট গঠন করার পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু অন্য ইসলামী দলগুলি মনে করলো, জামায়াতে ইসলামীকে বাদ দিলে আমরাই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করবো এবং আমরাই সরকার গঠন করবো। সেহেতু দরকার কি জামায়াতে ইসলামীর সাথে জোট বাঁধার?

তাদের এ চিন্তা যে ভুল ছিল তা নির্বাচনে তাদের অধিকাংশ প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হওয়ার মাধ্যমেই প্রমাণিত হয়েছে।

পক্ষান্তরে তারা যদি জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে একসঙ্গে ঐক্যজোট করে প্রার্থী হতেন তাহলে মানুষ বুঝতে পারতো যে, ইসলামী দলই এবার পাস করবে, তাই নৌকা ঠেকানোর প্রশ্ন তাদের মনে উদয় হতো না। তখন মুসলিম জনগণ দেখতো ইসলামী দলগুলি যখন এক হয়ে গেছে তখন এদেরই পাস করিয়ে আনতে হবে। কিন্তু অন্য দলগুলি মনে করলো জামায়াতে ইসলামীকে সাথে নিলে তাদের কেউ ভোট দিবে না।

কিন্তু তাদের চিন্তা পরে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। তারা একটি সিটেও পাস করতে পারেনি। হ্যাঁ, তবে সিলেট থেকে তাদের যে একজন পাস করেছেন তিনি ইসলামী ঐক্যফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে নয়। তিনি হচ্ছেন সিলেটের হাওড় এলাকার মৎস্যজীবীদের একজন আলেম। আর সেখানকার মৎস্যজীবীরা এক এলাকায় এত ভোটার যে, তাদের ভোটেই একজন পাস করতে পারে। তাই তারা যখন তাদের ভিতর থেকে একজন প্রার্থী পেলো তখন তারা এ সুযোগ হারায়নি। তিনি যদি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবেও প্রার্থী হতেন তবে তিনি তাঁর স্বগোত্রীয় ভোটেই পাস করতে পারতেন। সুতরাং ইসলামী ঐক্যফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে তিনি ১টা সিট পেয়েছেন এ কথা বললে প্রকৃত সত্যকে অস্বীকার করা হবে।

www.pathagar.com

৪. ইসলামী দলগুলির ঐক্য না দেখে নৌকা ঠেকাতে গিয়ে এমন লোকেরাও ধানের শীষে ভোট দিয়েছে যারা ৭০-এর নির্বাচনেও জামায়াতে ইসলামীকে ভোট দিয়েছিল। যেমন বগুড়ার কাহালু এলাকার ভোট পেয়ে মাওলানা আব্দুর রহমান ফকির ৭০-এর নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে মাত্র ১ জনই একটা সিট পেয়েছিলেন। তিনিও ৯১-এর নির্বাচনে ফেল করেছেন। কারণ একটাই যে, নৌকা ঠেকাতে হবে। এভাবে নির্ঘাত পাসের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও মহেশপুর ও শারশা এলাকা থেকে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী যথাক্রমে জনাব মুজাম্মেল হক ও জনাব অ্যাডভোকেট নুর হোসেন সাহেব ফেল করলেন। কিন্তু তাদের আদৌ ফেল করার কথা ছিল না।

৫. মহিলাকে আগে সমর্থন দিয়েছে কি জামায়াতে ইসলামী নাকি দেশের ব্যাপক আলেম-ওলামাসহ বহু মুসলিম আগে মহিলাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ করে দিয়েছে ভোট দিয়ে। সুতরাং এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করেন না যে, আগে যেসব মুসলমান মহিলাকে ভোট দিয়ে তার দলকে সংখ্যাগরিষ্ঠ করেছিল তাদেরকে তো কেউই দোষী করছেন না। দোষী করছেন জামায়াতে ইসলামীকে যারা এমন এক মুহূর্তে বিরোধী দলে থেকেও কোনো স্বার্থ ও শর্ত ছাড়াই তাদেরকে শুধু এ কারণেই সমর্থন দিয়ে তারা বিরোধী দলের ভূমিকায় রয়েছে যখন সমর্থন না দিলে কি হতে পারতো তা তাঁরা চিন্তা করেছিলেন।

আচ্ছা আমি জিজ্ঞাসা করি, বলুন তো জামায়াতে ইসলামী বি.এন.পিকে শুধু মন্ত্রীপরিষদ গঠন করায় যদি সমর্থন না দিতো তাহলে তার ফল কি হতো? দেখুন তো নিম্নের যেকোনো একটা হতো কি না? যথা ঃ

১. বি.এন.পিকে হয়ত বামপন্থীদের সমর্থন নিয়ে মন্ত্রীপরিষদ গঠন করতে হতো। যাদের স্লোগান ছিল 'জিন্দাবাদে লাথি মারো–জয় বাংলা কায়েম করো।' আর তাঁদের নিয়েই যদি সরকার গঠন হতো তাহলে দাড়ি -টুপিওয়ালাদের অবস্থা কি হতো? বাম জোট ভেঙ্গে দেয়ার কারণেই তো আজ ইসলামের কথা বলতে পারছেন, নইলে তা-ও পারতেন না।

২. অথবা আবার সেই মার্শাল ল'র অভিশাপ ঘাড়ে চাপতো। নইলে–

৩. পুনরায় নির্বাচন দিতে হতো। সে নির্বাচনে এমনও তো হতে পারতো যে, বামপন্থীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ সিট পেয়ে যেতো।

৪. আর নতুন করে পুনরায় নির্বাচন কি খুব সহজ ব্যাপার হতো বলে মনে করেন? এসব চিন্তা করেই জামায়াতের ভূমিকা সম্পর্কে বিচার করা উচিত।

www.pathagar.com

৫. শুধু সরকার গঠনের ব্যাপারে জামায়াতে ইসলামী যদি বি.এন.পিকে সমর্থন না দিতো তবে পরবর্তী অবস্থা কি হওয়ার কথা ছিল তা কি কেউ ভেবে দেখেছেন? এসব চিন্তা করেই জামায়াতে ইসলামী ৯ বছরের একটানা সংগ্রামের ফলকে ধরে রাখার জন্য বিরোধী দলে থেকেও এমন এক নজির স্থাপন করেছে যার নজির আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো গণতান্ত্রিক দেশে কেউ দেখাতে পারেনি। যেমন শুধুমাত্র গণতন্ত্রকে ধরে রাখার জন্য এমন একটা দলকে সম্পূর্ণ নিঃশর্ত সমর্থন দিয়েছে যারা আদর্শগত দিক থেকে সম্পূর্ণ জামায়াতের বিরোধী। যার নজির পেতে বেশি দূর যেতে হবে না। শুধু একটা ব্যাপারে চিন্তা করুন, জামায়াতে ইসলামী যদি সত্যিই তাদের সমর্থন করতো তাহলে ঃ

১. আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আনীত বিল একটিও সংসদে পাস হতে পারতো না।

২. মাওলানা নিজামীকে যারা হত্যার উদ্দেশ্যে চাইনিজ কুড়াল দিয়ে কোপালো তাদের শাস্তি অবশ্যই হতো।

৩. এবং চট্টগ্রাম ইউনিভারসিটির ভিসি অবশ্যই অপসারিত হতেন।

৪. যে শিবিরের ছেলেরা মার খাচ্ছে আর তারাই আসামী হচ্ছে এটাও হতো না এবং তা হতে পারতোই না।

৫. উপ-নির্বাচনের সময় খবরের কাগজে হিসাব বের হলো যে, সরকারী দলের সদস্যসংখ্যা ১৬৫ আর সবগুলো বিরোধী দল মিলে তাদের সদস্যসংখ্যা ১৫৪ জন। সুতরাং বি.এন.পি যদি কমপক্ষে ১১টার মধ্যে ১টা সিটও না পায় তাহলে ১৫৪+১১=১৬৫ জন অর্থাৎ সরকারী দলের সমান সমান সদস্য সংখ্যা হয়ে যাবে বিরোধী দলের। এবার বলুন তো জামায়াতে ইসলামীর ২০ জনকে তখন কোন্ সংখ্যার সাথে গোণা হয়েছিল?

জামায়াতে ইসলামীর ২০ জনকে না ধরলে কি বিরোধী দলের সদস্যসংখ্যা ১৫৪ জন হতো? নিরপেক্ষ চিন্তাশীলদের মাথায় এসব অবশ্যই ধরা পড়েছে এবং তারা জামায়াতের ভূমিকার প্রশংসা করেছেন শতমুখে।

আর আল্লাহর নির্দেশ যা আছে সূরা হুজুরাতের ১২ নং আয়াতে, যেখানে আল্লাহ বলেছেন—'হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা আন্দাজে কারো বিষয়ে কোনো ধারণা পোষণ কোরো না, কারণ তোমাদের কোনো কোনো ধারণা পাপের কাজ (অর্থাৎ ভুল ধারণা)। আর তোমরা একে অপরের দোষ খুঁজে বের করার জন্য কারো পিছনে লেগে যেও না।'

আল্লাহর এ নির্দেশ অমান্য করে তারা শুধু মানুষের বিশেষ করে ইসলামপন্থীদের দোষ খুঁজে বের করার জন্য তাদের পিছনে লেগে যায়।

www.pathagar.com

এটা অবশ্যই আল্লাহ পছন্দ করেন না। তবে যদি কাউকে প্রকাশ্যে কুরআন-হাদীসের খেলাফ পথে চলতে দেখা যায় তবে তার দোষ ধরার জন্য নয়, তাকে সংশোধনের নিয়তে তার দোষ ধরিয়ে দেয়া কোনো অন্যায় কাজ নয়, বরং তা ভালো কাজ।

এছাড়াও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের কারণে মুসলমানদের মধ্যে ইখলাসের সঙ্গে মতবিরোধ জায়েয আছে যেমন ৪ ইমামের মধ্যে ইসলামের খুঁটিনাটি মাসয়ালার ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে ইসলামের মৌলিক বিষয়ের ব্যাপারে কারো মতপার্থক্য নেই। তাই জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে কারো কোনো মতপার্থক্য থাকলে থাকতে পারে তাতে ইসলামের কোনো কিছুই যায় আসে না।

ইমামগণ নিজেদের মর্যাদা উপলব্ধি করুন

জনগণের ভোটেই প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন, কিন্তু নির্বাচিত হওয়ার পর প্রেসিডেন্ট জনগণের অধীন থাকেন না। বরং জনগণই প্রেসিডেন্টের অধীন হয়ে যান। আর প্রেসিডেন্ট থাকেন আইনের অধীন।

ঠিক তেমনি মসজিদ কমিটির নিয়োগপত্র পেয়েই মসজিদের ইমামগণ ইমাম হিসেবে নিয়োজিত হন। কিন্তু ইমাম হওয়ার পর আর তিনি কমিটির অধীন থাকেন না। তিনি থাকেন কুরআন ও হাদীসের আইনের অধীন। আর কমিটির সদস্যগণসহ মহল্লার প্রত্যেকেই থাকেন ইসলামী অনুশাসন মেনে চলার ব্যাপারে ইমাম সাহেবের অধীন।

এরপর কুরআন-হাদীস মুতাবিক অনুশাসন এবং হক কথা বলার কারণে যদি আপনাদের চাকরি হারাতে হয় তবে একজন ইমামকে অন্যায়ভাবে অপসারণের অপরাধে দেশের সকল মসজিদের প্রায় আড়াই লাখ ইমাম সবাই একযোগে পদত্যাগ করুন।

আর যদি তা করতে পারেন তাহলে দেখবেন কমপক্ষে জানাযা না হওয়ার ভয়েও আপনাদের কারোরই চাকরি যাবে না এবং তখন অবশ্যই হক কথা বলতে পারবেন। আর যতক্ষণ আপনারা হকের উপর থাকবেন ততদিন কেউ আপনাদের চাকরি খেতেও পারবে না।

তবে আপনাদের মজবুত সংগঠন থাকতে হবে এবং সংগঠনের উপযুক্ত নেতাও থাকতে হবে। আর মেহেরবানী করে কমিউনিস্টদের জানাযা পড়বেন না। কারণ তারা মুসলমান নয়। ❐

www.pathagar.com

খন্দকার আবুল খায়ের (র.) বইসমূহ

১. সূরা ফাতেহার মৌলিক শিক্ষা
২. আয়াতুল কুরসীর তাৎপর্য
৩. দ্বীন প্রতিষ্ঠার ধারা
৪. প্রথম মানুষই প্রথম বিজ্ঞানী
৫. কুরবাণীর শিক্ষা
৬. ঈমানের দাবী মু'মিনের পরিচয়
৭. কেসাস অসিয়ত রোজা
৮. অর্থনীতিতে ইসলামের ভূমিকা
৯. ইসলামী দণ্ডবিধি
১০. মি'রাজের তাৎপর্য
১১. পর্দার গুরুত্ব
১২. বান্দার হক
১৩. ইসলামী জীবন দর্শন
১৪. মহাশূণ্যে সবই ঘুরছে
১৫. নাজাতের সঠিক পথ
১৬. ইসলামের রাজদণ্ড
১৭. যুক্তির কষ্টিপাথরে আল্লাহর অস্তিত্ব
১৮. রাসুলুল্লাহ (স.) বিদায়ী ভাষণ
১৯. সূরা ইখলাসের হাকিকত
২০. প্রাকৃতিক দুর্যোগ
২১. মুসলিম ঐক্যের গুরুত্ব
২২-২৩. ইনফাক ও জিহাদ ফিসাবিলিল্লাহ্
২৪. নামাজের মৌলিক শিক্ষা
২৫. রোজার মৌলিক শিক্ষা
২৬. সুরা কাউসারের মৌলিক শিক্ষা
২৭. ভোট দেব কাকে এবং কেন?
২৮. ইসলামী আইনে কার কি লাভ ক্ষতি?
২৯. শহীদে কারবালা
৩০. সূরা ফালাক ও নাসের মৌলিক শিক্ষা
৩১. সূরা তাকাছুর ও আসরের মৌলিক শিক্ষা
৩২. নারী নেতৃত্বের চলতি ধারা
৩৩. শয়তান পরিচিতি
৩৪. নাগরিকত্ব হরণের পরিনতি
৩৫. দেশ রক্ষা বাহিনীর গুরুত্ব
৩৬. সূরা মূলকের মৌলিক শিক্ষা
৩৭. সূরা ক্বদরের মৌলিক শিক্ষা
৩৮. যুক্তির কষ্টিপাথরে পরকাল
৩৯. রব মালিক ইলাহ্ হিসেবে আল্লাহর পরিচয়
৪০. কোরআনই বিজ্ঞানের উৎস
৪১. আল্লাহর দৃষ্টিতে কে ঈমানদার কে মুশরিক
৪২. ইল্ম গোপনের পরিণতি
৪৩. সওয়াল জওয়াব (১-৯)
৪৪. বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তে মুসলমান
৪৫. প্রশ্নোত্তরে কুরআন পরিচিতি
৪৬. অমুসলিমদের প্রতি মহাসত্যের ডাক
৪৭. কালেমার হাকিকত
৪৮. সহীহ্ কুরআন শিক্ষা পদ্ধতি
৪৯. প্রচলিত জাল হাদীস
৫০. বাংলাদেশে ইসলাম মৌকিম না মুসাফির
৫১. যুক্তির কষ্টিপাথরে মিয়ারে হক
৫২. ইসলামই বাংলাদেশের মেন্ডেটরির জাতীয় আদর্শ
৫৩. ইসলামের দৃষ্টিতে তসলিমা নাসরিন ও আহম্মদ শরীফ

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠক বন্ধু মার্কেট
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল: ০১৭১১ ৯৬৬২২৯
০১৯২৪৭৩৩৮১৫